মানিলন্ডারিং
ও
সন্ত্রাসে অর্থায়ন
প্রতিরোধ ম্যানুয়েল
২০১৮

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মুখবন্ধ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২ জারী করার পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাক্রমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ২০০৭ সালে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ম্যানুয়েল প্রকাশ করে । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের পর মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ ছাড়াও নতুন রূপে সন্ত্রাস বিরোধী আইন প্রণয়ন ও পরবর্তীতে তা সংশোধন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর বিভিন্ন পত্র-পরিপত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পূর্বের প্রকাশিত ২০১৩ সালের ম্যানুয়েলটি আপগ্রেড করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী বিদ্যমান আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ নির্দেশনার সমন্বয়ে সংশোধিত আকারে নতুন সংস্করণে ম্যানুয়েলটি প্রকাশ করা হলো।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশাবলী এবং অত্র ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

০৩। ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু সাধারনতঃ নীতি নির্দেশনামূলক যা শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ (BAMLCO) শাখার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমে দিক-নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমি মনে করি এই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল,২০১৮ মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম অধিকতর সহজ এবং দ্রুততা ও পারদর্শীতার সাথে পরিচালনা করার জন্য সহায়ক হবে।

০৪। ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েলে বিধৃত নির্দেশাবলী পুংখানুপুংখরূপে অনুসরণ করবেন। আমি আশা করবো, এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে যে নির্দেশাবলী ও সংশোধনী জারী করা হবে সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরবর্তীতেও ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু হালনাগাদ করা হবে যাতে ব্যবহারকারীগণের নিকট তা সর্বতোভাবে উপযোগী হয়।

০৫। নতুন সংস্করণে প্রকাশিত এই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ম্যানুয়েল, ২০১৮ অত্র ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) জনাব শেখ মাহমুদ কামাল ও উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) জনাব রওনক সাদ ফেরদৌসী এর নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ আকতার হোসেন, মুখ্য কর্মকর্তা জান্নাতআরা ফেরদৌস ও বিভাগের এএমএল সেলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিরলস পরিশ্রমের ফসল। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির দুইটি সভায় সভাপতি জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ এনডিসি, কমিটির সদস্য জনাব মুহম্মদ মউদুদ উর রশীদ সফদার ও কমিটির সদস্য জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত,পরামর্শ এবং সংশোধনী মোতাবেক অত্র ম্যানুয়েলটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

০৬। এই ম্যানুয়েল কেবলমাত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে ।

(মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কৃষি ব্যাংক ভবন
তারিখ ঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮

সূচীপত্র ঃ

		ঃ সূচীপত্র	৩-৪
		ঃ List of abbreviation	৫
পরিচ্ছেদ-১		ঃ ভূমিকা	৬
	১.১	ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা/ম্যানুয়েল এর উদ্দেশ্য	৭
পরিচ্ছেদ-২	২.১	ঃ মানিলন্ডারিং অর্থ	৮
	২.২	ঃ মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ	৮
	২.৩	ঃ মানিলন্ডারিং সংঘটনের পদ্ধতি	১০
	২.৪	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন ?	১১
	২.৫	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ	১১
	২.৬	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রণীত আইনসমূহ	১২
	২.৭	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত কার্যক্রম	১২
	২.৮	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকের দায়িত্ব/করণীয়	১২
	২.৯	ঃ মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ক্ষমতা ও দায়িত্ব	১৩
	২.১০	ঃ এএমএল ও সিএফটি সংক্রান্ত আইনসমূহ ঃ	১৪
পরিচ্ছেদ-৩	৩.১	ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন	১৫
	৩.২	ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা	১৫
	৩.৩	ঃ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা	১৫
	৩.৪	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এ পরিচালিত কর্মকান্ড	১৫
পরিচ্ছেদ-৪	৪.১	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
	৪.২	ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)	১৯
	৪.৩	ঃ আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি	২০
পরিচ্ছেদ-৫	৫.১	ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন	২১
	৫.২	ঃ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়ন	২১
	৫.৩	ঃ উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) মনোনয়ন	২১
	৫.৪	ঃ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়ন	২২
	৫.৫	ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্বাহী/ কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব ঃ	
		(১) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) দায়িত্ব	২২
		(২) শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব	২৩
		(৩) শাখার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) এর দায়-দায়িত্ব	২৫
		(৪) হিসাব খোলা/রিপোর্টিং কর্মকর্তা এর দায়-দায়িত্ব	২৬
		(৫) মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের দায়িত্ব	২৬
		(৬) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব	২৬
		(৭) আঞ্চলিক পরিবীক্ষন কমিটির দায়িত্ব	২৬
		(৮) বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা/প্রত্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা বিভাগ-২, এর দায়িত্ব	২৭
		(৯) আইসিটি অপারেশন বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, এর দায়িত্ব	২৭
পরিচ্ছেদ-৬	৬.১	ঃ মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব	২৮
	৬.২	ঃ অপরাধের তদন্ত ও বিচার	২৮
	৬.৩	ঃ মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড	২৮
	৬.৪	ঃ রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ	২৯
	৬.৫	ঃ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ	৩০
পরিচ্ছেদ-৭		ঃ গ্রাহক পরিচিতির নীতি ও পদ্ধতি	৩২
	৭.১	ঃ গ্রাহকের সংজ্ঞা	৩২
	৭.২	ঃ গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা	৩২
	৭.৩	ঃ গ্রাহক পরিচিতি	৩২
	৭.৪	ঃ CDD (Customer Due Diligence)	৩৩
	৭.৫	ঃ CDD (Customer Due Diligence) সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয়	৩৪

সূচীপত্র ঃ

পরিচ্ছেদ-৭	৭.৬	ঃ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence-EDD)	৩৪
	৭.৭	ঃ পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons -PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয়	৩৪
	৭.৮	ঃ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয়	৩৫
	৭.৯	ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয়	৩৫
	৭.১০	ঃ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয়	৩৬
	৭.১১	ঃ স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয়	৩৬
	৭.১২	ঃ ব্যাংকের গ্রাহক নির্বাচনে অনুসরণীয়/অনুসৃত নীতিমালা	৩৭
	৭.১৩	ঃ Positive Pay পদ্ধতি অনুসরণ	৪০
	৭.১৪	ঃ ঝুঁকিভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন পদ্ধতি	৪০
	৭.১৫	ঃ অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম	৪২
পরিচ্ছেদ-৮	৮.১	ঃ আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী	৪৩
	৮.২	ঃ গোপনীয়তা রক্ষা	৪৬
	৮.৩	ঃ লেনদেন মনিটরিং	৪৬
	৮.৪	ঃ সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction)	৪৬
পরিচ্ছেদ-৯	৯.১	ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash Transaction Report-CTR)	৪৭
	৯.২	ঃ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR)	৪৮
	৯.২(১)	ঃ অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে লক্ষ্যণীয় বিষয়াদির নির্দেশক (ইনডিকেটিভ) তালিকা	৪৯
	৯.৩	ঃ অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি ও রিপোর্টকরণ	৪৯
	৯.৪	ঃ সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট (Self Assessment) ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং (Independent Testing Procedures) ঃ	৫০
	৯.৪(১)	ঃ শাখাসমূহের করণীয়	৫০
	৯.৪(২)	ঃ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের করণীয়	৫১
	৯.৪(৩)	ঃ নিরীক্ষকের পরীক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ	৫১
	৯.৫	ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC)করণীয়	৫২
	৯.৬	ঃ অন্যান্য	৫২
পরিচ্ছেদ-১০		শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের কাজ তদারকীকরণ প্রসংগে আঞ্চলিক পরীবিক্ষণ কমিটির কাজ।	৫৩

পরিচ্ছেদ-১১ ঃ (১) সংযোজনী - '১' বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ অত্র ব্যাংকের ০৩-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে।

(২) AML & CFT QUESTIONNAIRE FOR CORRESPONDENT RELATIONSHIP সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-' ক '

(৩) শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-' খ '

(৪) Independent Testing Procedures সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-' গ '

(৫) সংযোজনী- ২ "Uniform Account Opening Form, KYC Profile Form" ব্যবহার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/ ২০১৬-২০১৭/১৭২৫(৭৫)এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে ।

(৬) সংযোজনী-৩ ঃ প্রয়োজনীয় আইনসমূহ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩) ।

(৭) পরিচ্ছেদ- ১১ এর পরিশিষ্ট-'ঘ' CTR Form অনুযায়ী নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR প্রেরণ।

(৮) পরিশিষ্ট-'ঙ' SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

(৯) সংযোজনী-(৪)- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা ২০১৯।

(১০) বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা) ফেব্রুয়ারী-২০১৯।

List of Abbreviation

AML/CFT	Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism
AMLD	Anti-Money Laundering Department
APG	Asia Pacific Group on Money Laundering
ATA	Anti Terrorism Act
ACC	Anti-Corruption Commission
BAMLCO	Branch Anti-Money Laundering Compliance Officer
BB	Bangladesh Bank
BDT	Bangladesh Taka
BFIU	Bangladesh Financial Intelligence Unit
CAMLCO	Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer
CCU	Central Compliance Unit
CDD	Customer Due Diligence
CTC	Counter Terrorism Committee
EDD	Enhance Due Diligence
CTR	Cash Transaction Report
FATF	Financial Actions Task Force
FI	Financial Institution
FIU	Financial Intelligence Unit
FSRBs	FATF Style Regional Bodies
GPML	Global programme against Money Laundering
ICRG	International Cooperation and Review Group
IOSCO	International Organization of Securities Commission
KYC	Know Your Customer
ML	Money Laundering
MLPA	Money Laundering Prevention Act
NCC	National Coordination Committee
NCCT	Non-Coopertive Countries and Territories
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OFAC	Office of Foreign Assets Control
PEP	Politically Exposed Persons
SAR	Suspicious Activity Report
STR	Suspicious Transaction Report
TF	Terrorist Financing
TP	Transaction Profile
UN	United Nations
UNODC	UN Office on Drugs and Crime
UNSCR	United Nations Security Council Resolution

পরিচ্ছেদ-১

ভূমিকা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থ সন্ত্রাসের মাত্রাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উন্নত ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশই অর্থ সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। অধিকাংশ দেশেই অর্থের অবৈধ লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে অবৈধ অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমে। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ সামাজিকভাবে বৈধতা দেয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত অর্থের উৎস গোপন করার জন্য মানুষ বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়। অবৈধ অর্থের উৎস গোপনকরণের মাধ্যমে সম্পদের বৈধতা দেয়ার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকেই মানিলন্ডারিং হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠন-বিশেষ করে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন কনভেনশন ও রেজুলেশন গ্রহণে তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সমর্থনে ১৯৮৯ সালে G-7 গ্রুপভূক্ত দেশসমূহের সক্রিয় উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান FATF (Financial Action Task Force) গঠিত হয়। ১৯৯০ সলে FATF মানিলন্ডারিং প্রতিরাধ সম্পর্কিত ৪০ টি সুপারিশ এবং ২০০১ সনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আরও ৯টি সুপারিশ, সর্বমোট ৪৯ টি সুপারিশ পেশ করে যা বর্তমান বিশ্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান APG (Asia Pacific Group on Money Laundering) এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। APG এর Co-Chair দু'জন: একজন স্থায়ী ও অন্যজন দু'বছরের জন্য পালাক্রমে Co-Chair নির্বাচিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া স্থায়ী Co-Chair, বর্তমানে বাংলাদেশ দুই বছরের (২০১৮-২০২০ সালের) জন্য Co-Chair (কো-চেয়ার) নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) এর প্রধান জনাব আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বর্তমানে Co-Chair (কো-চেয়ার) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। FATF এর সদস্য হিসেবে APG উল্লেখিত ৪৯টি সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং বাংলাদেশকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হতে FATF এর সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় যা বাস্তবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিশেষভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উক্ত আইনটি বাতিল করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০০৮ পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদ কর্তৃক উক্ত আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮ প্রবর্তন করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক ২০০৯ সনে সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন/২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯) প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে ২০১৩ সনে সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন-২০১৩ (২০১৩ সনের ২২ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন এর আংশিক সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন ২০১৫ সনের ২৫ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়েছে। এই আইনে মানিলন্ডারিং অপরাধ বিচার ও দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মানিলন্ডারিং সনাক্তকরণ, অপরাধ দমন ও প্রতিরোধ বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রভূত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর অর্পিত হয়েছে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে নানাবিধ দায়িত্ব।

অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন-২০১৩ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ সার্কুলার, গাইডলাইন এবং বিদ্যমান আইনের সাথে সমন্বয় রেখে এবং বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ অনুযায়ী সময় উপযোগী করে ২০১৮ সালে অত্র ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ম্যানুয়েলটি সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হলো। আলোচ্য ম্যানুয়েলে বিধৃত নির্দেশাবলী ব্যাংকের মানিলন্ডারিং রিস্ক এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তা ছাড়াও ম্যানুয়েলটি ব্যবহারকারী এবং অত্র ব্যাংককে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ঝুঁকি হতে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবে ।

১.১ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা/ম্যানুয়েল এর উদ্দেশ্য ঃ

১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২, ২০১৩ ও ২০১৫ সালের সংশোধনীসহ) সম্পর্কে অবগত করা।

২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এর ধারণা, সংজ্ঞা/তথ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব, এর প্রতিরোধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাসী বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২, ২০১৩ ও ২০১৫ সালের সংশোধনীসহ) এর বিধানাবলী বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা পরিপালন নিশ্চিতকরণ।

৪. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা প্রদান।

৫. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, নীতি ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকরণ।

৬. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা পরিপালনে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।

৭. গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতিমূলক তথ্যাদি গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৮. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সন্দেহজনক সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ সম্পর্কে অবগতকরণ।

৯. সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

১০. নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR), সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) প্রস্তুতকরণে দক্ষতা অর্জন।

১১. সন্দেহজনক লেনদেন তদন্ত প্রক্রিয়ায় কার্যকর 'নিরীক্ষা পথরেখা' (audit trail) বা সাক্ষ্য প্রমাণ গঠনে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

১২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

১৩. ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এর বিরুদ্ধে কার্যকর সতর্কমূল ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান।

১৪. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিত কর্মকান্ড পরিচালনায় কার্যকর সহায়তা প্রদান।

১৫. ব্যাংকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

পরিচ্ছেদ-২

মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত ধারণা

অনুচ্ছেদ-২.১ ঃ "মানিলন্ডারিং'' অর্থ-

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) মোতাবেক "মানিলন্ডারিং" অর্থ ঃ

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা যাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করার প্রয়োজন হবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এ ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এরূপ কোন কার্য করা যার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশ গ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ক) "অর্থ বা সম্পত্তি পাচার" অর্থ-

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রয়েছে যা বাংলাদেশে আনয়নযোগ্য ছিল তা বাংলাদেশে আনয়ন হতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

অনুচ্ছেদ-২.২ ঃ মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য নির্দেশনাসমূহ

মানিলন্ডারিং প্রক্রিয়া সময় সময় জটিল আকার ধারণ করতে পারে এবং এ বিষয়টি অনেক সময় স্পষ্ট নাও হতে পারে। তবে বিশেষ কতগুলো নির্দেশক এর মাধ্যমে কোথাও মানিলন্ডারিং হয়েছে, হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে বলে ধারণা করা যায়। নিম্নলিখিত নির্দেশক হতে মানিলন্ডারিং এর বিষয়ে অনুমান করা যায় এবং এ বিষয়ে যথোপযুক্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করা যায়।

১. নানা বিষয়াদি গোপনকরা, উহ্য রাখা, ছদ্মাবরণ তৈরী বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস।

২. হিসাব খোলার সময় প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় তথ্য প্রদানে অনীহা প্রদর্শন, অসদুপায় অবলম্বন বা প্রতারণা করা।

৩. ভুল ঠিকানা প্রদান করা বা ঠিকানাটি এমনভাবে প্রদান করা যা সত্য বা মিথ্যা নয়, কিন্তু পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৪. ব্যবসাস্থল বা আবাসস্থল উভয়ই ব্যাংক শাখা হতে অনেক দূরে অবস্থিত; আপাততঃ দৃষ্টিতে নিকটবর্তী ব্যাংক শাখা রেখে এত দূরে আসার কারণ বোঝা যাচ্ছে না।

৫. অন্য কোন ব্যাংক হিসাব আছে কিনা জানাতে অনীহা প্রদর্শন।

৬. লেনদেনের অনুমিত মাত্রায় উল্লেখিত তথ্য তার ব্যবসার পরিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৭. গ্রাহকের ব্যবসাস্থল পরিদর্শন করে সন্তোষজনক মনে না হওয়া।

৮. ব্যবসায়ে প্রকৃতিগত কারণে চেক বা অন্য ইন্সট্রুমেন্টে লেনদেন সম্পাদিত হলেও হঠাৎ করে অস্বাভাবিক বড় অংকের নগদ জমা করা।

৯. কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই হঠাৎ করে জমার পরিমান বেড়ে যাওয়া এবং ব্যবসায় বা ব্যবসায়ের মালিকের সাথে আপাতঃ সম্পর্কহীন খাতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই স্থানান্তর (চেকে বা নগদে) হয়ে যাওয়া।

১০. কারো হিসাবে নগদে বা ছোট ছোট অংকে জমা হলেও মোট জমার পরিমান যদি অনুমিত মাত্রা বা স্বাভাবিকের চেয়েও অধিক হয়।

১১. অন্যত্র বড় অংক ব্যাংকের মাধ্যমে স্থানান্তর করে সেখানে নগদে পরিশোধের অনুরোধ বা অন্যত্র হতে আগত বড় অংক নগদে পরিশোধের অনুরোধ করা।

১২. হিসাবের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসরণ না করে নগদ লেনদেনে আগ্রহ প্রদর্শন।

১৩. মক্কেলের বিভিন্ন নামে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অনেকগুলো হিসাব থাকা এবং সবগুলো হিসাব মিলে পরিচালিত লেনদেনে অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন।

১৪. ব্যাংকের অজ্ঞাতে অনেকগুলো ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করা; কিন্তু তহবিল একত্রীকরণ স্বার্থে বা বারংবার তহবিল এদিক সেদিক স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক অন্য হিসাবগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১৫. যুক্তি সংগত কারণ ছাড়াই অন্য ব্যক্তির চেকে বার বার বড় অংক জমাকরণ।

১৬. হঠাৎ ব্যাংকে এক বা একাধিক লকার গ্রহণ, ঘন ঘন ব্যবহার এবং সীল করা প্যাকেট বার বার রাখা এবং উঠানো।

১৭. ব্যাংক কর্তৃক কর্তন করা চার্জসমূহ, ব্যাংক সুদ, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রদর্শন।

১৮. কোন জ্ঞাত কারণ ছাড়াই বহু সংখ্যক লোক কর্তৃক কোন হিসাবে টাকা জমা করা।

১৯. দীর্ঘদিনের সমস্যা জর্জরিত ঋণ জ্ঞাত কারণ ছাড়াই হঠাৎ পরিশোধ।

২০. জ্ঞাত কোন কারণ ছাড়া তৃতীয় পক্ষের সম্পদের বিপরীতে ঋণ পাওয়ার প্রস্তাব দেয়া।

২১. ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছাড়া বড় অংকের রেমিট্যান্স প্রেরণ ও গ্রহণ করা। প্রেরণের ক্ষেত্রে উৎস অনুক্ত রাখা এবং প্রাপকের আর্থিক যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা।

২২. আমদানীর ক্ষেত্রে অতি -মূল্যায়ন এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে অব-মূল্যায়ন করা।

২৩ অগ্রহণযোগ্য কারণ দেখিয়ে export claim গ্রহণ করা।

২৪. আমদানী বা রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাজার দর অপেক্ষা কম বা বেশী মূল্যে ক্রয়/বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা।

২৫. আমদানী পন্যের mis-declaration প্রদানের মাধ্যমে পন্য মূল্যের তারতম্য ঘটানো ও শুল্ক ফাঁকি দেয়া।

২৬. মালামাল দেশে প্রবেশ ব্যতীত ভুয়া দলিল ব্যাংকে জমা দিয়ে লেটার অব ক্রেডিটের টাকা বিদেশে পাঠানো।

২৭. অনুমোদিত ডিলার বা মানিচেঞ্জার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে লেনদেন করা।

২৮. চোরাচালানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকা।

২৯. অনিবাসীদের হিসাব অবৈধভাবে ব্যবহার করা।

৩০. ভুয়া বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা।

৩১. ঋণ নেয়ার পর কোন কারণ ব্যতীত অতি তাড়াতাড়ি তা পরিশোধ করা।

৩২. সীমান্ত এলাকায় প্রায়শঃ অর্থ প্রেরণ।

৩৩. প্রচুর লেনদেন কিন্তু স্বল্প ব্যালেন্স রাখা।

৩৪. গ্রাহক নিজে উপস্থিত না হয়ে সর্বদা অন্য লোক দ্বারা ব্যাংকিং কর্ম সম্পাদন করা।

৩৫. প্রচুর লেনদেন করে লেনদেনের উদ্দেশ্য জটিল করা বা ধুম্রজাল সৃষ্টি করা।

৩৬. গ্রাহকের সাথে সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট নয় এরূপ অন্যান্য পক্ষের নামে বিভিন্ন গন্তব্যে অর্থ প্রেরণ।

৩৭. গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়ের সাথে সংগতিহীন বৃহৎ মাত্রার সিকিউরিটিজ ক্রয় ও বিক্রয়।

৩৮. ড্রাগ উৎপাদনকারী ও ট্রানজিট দেশ বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র থেকে রেমিটেন্স আনা।

৩৯. লেনদেনের ধরণ (Pattern) পরিবর্তন (যেমন পূর্বের চেয়ে বেশী নগদ লেনদেন)।

৪০. Cash Transaction Report (CTR) থেকে রেহাই পাওয়ার (লুকানোর) জন্য Structuring করা।

৪১. গ্রাহক প্রদত্ত বিভিন্ন তথ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া।

অনুচ্ছেদ-২.৩ মানিলন্ডারিং সংঘটনের পদ্ধতিঃ

মানিলন্ডারিং সংঘটনের জন্য কোন ধরাবাধা নিয়ম নেই। তবে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ে/প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানিলন্ডারিং হয়ে থাকে।

১. প্লেসমেন্ট (Placement) ২.লেয়ারিং (Layering) এবং ৩. ইন্টিগ্রেশন (Integration)

১. **প্লেসমেন্ট (Placement)ঃ**

যখন কোন অপরাধমূলক কার্য হতে উদ্ভূত বা উপার্জিত অর্থ প্রথম বারের মত অর্থ ব্যবস্থায় (Financial system) প্রবেশ করে তখন তাকে প্লেসমেন্ট (Placement) বলা হয়। উদাহরণ- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা ঘুষের অর্থ যখন একটি ব্যাংক হিসাবে জমা হয় তখন এর প্লেসমেন্ট ঘটে।

২. **লেয়ারিং (Layering)ঃ**

লেয়ারিং বলতে প্লেসমেন্টকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে জটিল লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে সরানোর/স্থানান্তরের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। এ প্রক্রিয়া অর্থের উৎস গোপন/লুকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার, বিদেশী ব্যাংক ড্রাফট, ট্রাভেলারস চেক, একটি ব্যাংক একাউন্ট হতে বিভিন্ন ব্যাংক শাখায় বিভিন্ন নামে অর্থের স্থানান্তর বা জমা করা।

৩. **ইন্টিগ্রেশন (Integration)ঃ**

লেয়ারিং সফল হলে ইন্টিগ্রেশন-এর মাধ্যমে অবৈধ টাকা/অবৈধ অর্থ এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যাতে মনে হয় এটি বৈধ পন্থায় উপার্জিত। এভাবেই লন্ডারিংকৃত অর্থ অর্থনীতিতে পুনর্বহাল হয়। উদাহরণঃ অবৈধ অর্থে ক্রয়কৃত সম্পত্তির বিক্রয়, গাড়ী, বীমা পলিসির ঘন ঘন বাতিলকরণ ইত্যাদি।

তাই, কালো টাকা সাদা করার জন্য মানি লন্ডাররা ব্যাংকিং চ্যানেলকেই প্রথম ধাপে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়। মানিলন্ডারিং এর অর্থ একবার ব্যাংকিং সিস্টেমে অনুপ্রবেশ ঘটলে পরবর্তী সময়ে তা' রোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এমনকি অডিট এর চোখও ফাঁকির কবলে পড়ে। ফলে, এই অর্থের উৎস বা গন্তব্য কোনটাই আর জানা হয় না। কালো টাকা ততদিন বৈধ অর্থ হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে ঠাঁই করে নেয়। কাজেই, এই অপরাধী চক্রকে সনাক্ত ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ব্যাংককে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২.৪ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন ?

অপরাধীরা অপরাধমূলক কর্মকান্ডের দ্বারা অবৈধভাবে আহরিত অর্থ মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে বৈধ করার প্রয়াস পায় অর্থাৎ মানিলন্ডারিং এর ছায়ায়/নেপথ্যে অন্য অপরাধ সংঘটিত হয়। এ জাতীয় অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই হুমকিস্বরূপ। এটি জাতীয় ও বিশ্ব অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। যে সকল কারণে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা দরকার তার বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ-

১. মানিলন্ডারিং দেশের অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও সামাজিক অবস্থার গুরুতর ক্ষতিসাধন করে। এটি অবৈধ ব্যবসায়ী যেমন- মাদক ব্যবসায়ী, চোরাচালানী, সন্ত্রাসী চক্র, অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী, দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি ও অন্যান্যদের অপরাধমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা ও সম্প্রসারনে অর্থ যোগান দেয়।

২. মানিলন্ডারিং সরকারের রাজস্ব আয় হ্রাস করে।

৩. মানিলন্ডারিং দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি ঘটায় এবং সম্পদের বন্টন ব্যবস্থায় বিশৃংখলা ও বৈষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

৪. মানিলন্ডারিং আর্থ সামাজিক পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অপরাধী চক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

৫. মানিলন্ডারিং জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্নীতিগ্রস্থ করতে পারে এবং ঘুষ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে।

৬. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার হয়।

৭. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হুন্ডি ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়। ফলে দেশে বৈধ রেমিট্যান্স ব্যাহত হয় এবং দেশ বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

৮. মানিলন্ডারিং এর সাথে জড়িত অপরাধীচক্র আন্ডার ইনভয়েসিং বা ওভার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী ব্যবসার ক্ষতিসাধন করে, শুল্ক ফাকি দেয় ও বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করে।

৯. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ শেয়ার বাজারে প্রবেশ করে কৃত্রিম উপায়ে শেয়ারের বাজার চাঙ্গা করে ও বিরাট অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাচারসহ অবৈধ ব্যবসায় নিয়োজিত হয়।

১০. মানিলন্ডারিং এর মাধ্যমে অবৈধ অর্থ বৈধ রূপ লাভ করে।

১১. মানিলন্ডারিং সারা বিশ্বে এক দুষ্টক্ষত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

১২. মানিলন্ডারিং দেশের সঠিক জি. ডি. পি নির্ধারনে বাধাস্বরূপ।

১৩. মানিলন্ডারিং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর প্রভাব ফেলে এবং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

১৪. মানিলন্ডারিং এর ফলে অপরাধীচক্রের মাধ্যমে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়।

১৫. মানিলন্ডারিং ব্যাংকিং ব্যবসায় ক্ষতি সাধন করে।

অনুচ্ছেদ-২.৫ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন রেজুলেশন গ্রহণ এবং এর পরিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১. **১৯৭৩ সাল ঃ** আমেরিকায় Bank Secrecy Act (BSA), ১৯৭০ প্রণয়ন। বৃহৎ আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড সংরক্ষণ ও রিপোর্টিং এর জন্য এই আইন প্রণীত হয়।

২. **১৯৮৬ সাল ঃ** আমেরিকায় Money Laundering Control Act, ১৯৮৬ প্রণয়ন ও প্রবর্তন। এই আইনে মানিলন্ডারিংকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করা হয়।

৩. **১৯৮৮ সাল ঃ** বাংলাদেশসহ ১৪০ দেশের অংশগ্রহণে জাতিসংঘের উদ্যোগে ভিয়েনা কনভেনশনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে দেশে দেশে আইন প্রণয়নের আহবান জানানো হয়।

৪. **১৯৮৯ সাল ঃ** জাতিসংঘের সমর্থনে G-7 গ্রুপভূক্ত দেশগুলো কর্তৃক ১৯৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় FATF (Financial Action Task Force) গঠন করা হয়। ১৯৯০ FATF কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে অর্থ যোগান দমনে প্রতিরোধ সম্পর্কিত ৪০টি সুপারিশ এবং ২০০১ সালে আরও ৯টি সুপারিশসহ সর্বমোট ৪৯টি সুপারিশ পেশ করে, যা বর্তমান বিশ্বে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক মানদন্ড হিসাবে স্বীকৃত।

৫. বিগত দশকে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সরকারী একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা হয়, যা সাধারনভাবে Financial Intelligence Unit (FIU) নামে পরিচিত। ১৯৯৫ সালে জাতীয় পর্যায়ের কতগুলি FIU নিজেদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ফোরাম গঠন করে, যা Egmont Group নামে পরিচিত।

৬. APGML (Asia Pacific Group on Money Laundering), CFATF (Caribbean Financial Action Task Force), FATASA (Financial Action Task Force For South America) ইত্যাদি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এর গৃহীত পদক্ষেপ এর অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ APG এর প্রতিষ্ঠাকাল (১৯৯৭) থেকে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

৭. Basel Committee কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, Basel Committee ১৯৯৭ সালে Core Principles for Effective Banking Supervision এর উন্নয়ন ঘটায়। এ বিষয়ে Basel Committee এর গুরুত্বপূর্ণ গাইড লাইনসমূহ নিম্নরূপঃ

(1) Prevention of the Criminal use of the Banking System for the purpose of Money Laundering (December, 1988)

(2) Customer Due Diligence for Banks.

(3) Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk (Feb'03).

৮. জাতিসংঘ ২০০০ সালে Transnational Organized Crime বিরোধী Convention গ্রহণ করে, যা Palermo Convention নামে পরিচিত। এটি FATF গৃহীত কার্যক্রমকে কার্যকর করতে সহায়তা করেছে।

৯. FATF গৃহীত উদ্যোগকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদানে IMF বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের ঘটনা পরবর্তীতে মানিলন্ডারিং এবং টেরোরিস্ট ফাইন্যান্স প্রতিরোধে ভূমিকা বাড়িয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২.৬ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রণীত আইনসমূহ ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করেছে।

১. **২০০২ সাল ঃ** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (আইন নং-৭, ২০০২) প্রবর্তন করে। পরবর্তীতে উক্ত আইন বাতিল করে ২০০৮ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ হিসাবে প্রবর্তন করা হয়।

২. **২০০৯ সাল ঃ** (আইন নং-১৬, ২০০৯) প্রবর্তন করে এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (আইন নং-১৬, ২০০৯) প্রবর্তন করা হয়।

৩. **২০১২ সাল ঃ** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (আইন নং-৫, ২০১২) এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২২ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়।

৪. সর্বশেষ **২০১৫ সাল ঃ** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন,২০১২(২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন-(মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন,২০১৫, নামে (২০১৫সালের ২৫ নং আইন) প্রবর্তন করা হয়।

৫. **বিঃ দ্রঃ** প্রয়োজনীয় আইনসমূহ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩) সংযোজনী-৩ এ দেয়া হলো।

অনুচ্ছেদ-২.৭ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত কার্যক্রম ঃ

১. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২৩ অনুযায়ী মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনের লক্ষ্যে এই আইনের ধারা ২৪(১) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit বা BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক BFIU ও বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক এএমএল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন গাইডলাইন, পত্র পরিপত্র জারী ও নির্দেশনা প্রদান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এর পরিপালন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-২.৮ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ব্যাংকের দায়িত্ব/করণীয় ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণে এএমএল আইন -২০১২ এর ২৫(১) উপধারা অনুযায়ী ব্যাংকের দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

(ক)উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ)কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হলে বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা। সংযোজনী- ৪ রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ। সংগঠন ও পদ্ধতি বিভাগের ১৩-০৫-১৯৯৮ তারিখের পরিকল্পনা পরিপত্র নং-০৪/৯৮

(গ)দফা (ক) ও (খ) এর অধীনে সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক সময় সময় সরবরাহ করা;

ঘ)ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংক এ 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

অনুচ্ছেদ-২.৯। মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ নং ধারায় বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে নিম্নরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

"১। (ক)কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা;

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে। "

এছাড়া সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৫ এর ৮ ও ৯ নং উপধারা অনুযায়ী ঃ-

(৯) " যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(১০) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপ-ধারা ৮ অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"

অনুচ্ছেদ-২.১০ ঃ এএমএল ও সিএফটি সংক্রান্ত আইনসমূহ ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২	সংযোজনী -৩(১)
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন-২০১৫	সংযোজনী -৩(২)
সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধনী) আইন-২০১৩	সংযোজনী -৩(৩)
সন্ত্রাসবিরোধী আইন-২০০৯	সংযোজনী -৩(৪)

পরিচ্ছেদ-৩

অনুচ্ছেদ-৩.১ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন ঃ

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ক্ষমতা বলে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে গড়ে তোলার কার্যপদ্ধতি (Procedures), কর্মসূচীসমূহ, কলাকৌশল এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন, কার্যকর ও পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্র ব্যাংকের ০৩-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে (সংযোজনী- ১)।

অনুচ্ছেদ-৩.২ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা ঃ

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশাবলীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর নিজস্ব নীতিমালা থাকবে, যা পরিচালনা পর্ষদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাংকের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন করবে। উক্ত নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনা হবে। সময় সময় নীতিমালাটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ- ৩.৩ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার ঘোষণা ঃ

ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী বাৎসরিক ভিত্তিতে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সুস্পষ্ট ও কার্যকর অঙ্গীকার ঘোষণা করবেন এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ-৩.৪ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এ নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালিত হবে ঃ

১. বছরের শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিচালনা নির্দেশনা সম্বলিত সার্কুলার জারী করা হবে। প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিস্ট বিভাগ থেকে সময়ে সময়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসুচী পরিচালনার নির্দেশনা সম্বলিত সার্কুলার জারী করতে হবে।

২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রতি স্তরের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের কর্ম বিবরণ থাকবে।

৩. শাখা কর্তৃক সকল ধরনের গ্রাহক হিসাব খোলার সময় সঠিক নিয়মাচার পরিপালন করতঃ তফসীল ব্যাংকসমূহের জন্য জারীকৃত ``Uniform Account Opening Form, KYC Profile Form" ব্যবহার এবং পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্যাদি ও কাগজপত্র সংগ্রহপূর্বক যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি (৩০)/অংশ-৭/২০১৬-২০১৭/১৭২৫(৭৫) এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১১ সংযোজনী-২)।

৪. প্রতিটি নতুন হিসাবে এবং পূর্বে খোলা ও চালু হিসাবে নির্ধারিত ছকে (KYC Profile এর পাশাপাশি Transaction Profile সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ ও অনুসরণ করতে হবে।

৫. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে এনআইডি যাচাই সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের ডাটা বেইজ থেকে নতুন ঋণ ও আমানত হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) যাচাই করতে হবে।

৬. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুযায়ী শাখা/কার্যালয় কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড যথারীতি সংরক্ষণ করতে হবে।

৭. ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, যাতে করে সকলেই মানিলন্ডারিং সম্পর্কে সম্যক ধারনা ও সচেতনতা লাভ করে।

৮. মূখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় (পরিবীক্ষণ কমিটি) কর্তৃক শাখার AML সংক্রান্ত কার্যক্রম এর বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পরিচ্ছেদ-১০ অনুযায়ী সিসিসি-কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অবহিত করবে।

৯. AML সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্তাপনা বিভাগ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) হতে বিভিন্ন শাখায় সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির যাচাই/সিস্টেম চেক ও ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

১০. ষান্মাসিক ভিত্তিতে শাখা কর্তৃক নির্ধারিত ছকে শাখার স্বনির্ধারনী (Self Assessment) প্রতিবেদন মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) দাখিল করতে হবে।

১১. আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক শাখা নিরীক্ষার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার Self Assessment এর ভিত্তিতে যাচাই করতঃ Independent Testing Procedure সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল) প্রেরণ করবে।

১২. হিসাবধারী গ্রাহকের অনুরোধে ড্রাফট/পে অর্ডার ইস্যুর ক্ষেত্রেও প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য (বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ এর ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী), অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. অনলাইন জমা বা উত্তোলনের ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যতীত অন্য জমাকারী বা উত্তোলনকারীর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. ভাসমান/চলন্ত গ্রাহকদের/ Walk-in Customer অর্থাৎ হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্য কারো অনুরোধে টিটি, এমটির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণকারী এবং প্রাপকের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য, অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। Walk-in Customer এর অনুরোধে ডিডি বা পে-অর্ডার ইস্যুর ক্ষেত্রেও আবেদনকারী ও বেনিফিসিয়ারীর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য, অর্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং অর্থের উৎসের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

১৫. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশ ব্যাংক এর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন (CTR, STR ইত্যাদি প্রেরণ করতে হবে।

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শাখা পূর্ণাংগ ও সঠিক তথ্য সম্বলিত (goAML software বাস্তবায়ন প্রেক্ষিতে) CTR প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। শাখায় CTR যোগ্য কোন লেনদেন না হলেও সংশ্লিষ্ট মাসের শূণ্য প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

১৭. মানি লন্ডারদের দ্বারা ব্যাংক যেন কোনভাবেই ব্যবহৃত হতে না পারে এবং কোন সন্ত্রাসী যাতে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে না পারে সে ব্যাপারে শাখাসমূহকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে(নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারী) জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

১৮. বিবিধ।

পরিচ্ছেদ-৪

অনুচ্ছেদ-৪.১ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যাংকের নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে ঃ

১. হিসাব খোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ;

২. শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO);

৩. মূখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবং আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার সমন্বয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি;

৪. প্রধান কার্যালয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক, উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer:DCAMLCO)

৫. উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন" থাকবে; মর্মে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ এর ১.৩.১(খ) নম্বর অনুচ্ছেদে এ নির্দেশনা থাকলেও অত্র ব্যাংকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীনে আপাতত ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট "মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল" গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যা ১২-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭১২তম সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেলের কাঠামো

নং	কাঠামো	লোকবল
১	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	০১ জন
২	উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা	০১ জন
৩	মুখ্য কর্মকর্তা	০২ জন
৪	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	০২ জন
৫	কর্মকর্তা	০১ জন
	মোটঃ-	০৭জন

৬. মহাব্যবস্থাপক, আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer CAMLCO)/ ("মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল" যে মহাবিভাগের অধীনে থাকবে সে মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক);

৭. প্রধান কার্যালয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' (Central Compliance Committee) থাকবে; আলোচ্য কমিটি সরাসরি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'র নিকট রিপোর্ট করবে। উল্লেখিত কমিটির প্রধান "প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer-CAMLCO)" নামে অভিহিত হবেন।

৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

↓

প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer CAMLCO)

↓

উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
(Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer:DCAMLCO)

↓

কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি
Central Compliance Committee (CCC)

↓

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি

↓

শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা
Branch Anti-Money Laundering Compliance Officer(BAMLCO)

↓

হিসাব খোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটি

অনুচ্ছেদ- ৪.২ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ঃ

১. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ঝুঁকি হতে অত্র ব্যাংককে মুক্ত রাখার এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) রয়েছে।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ন্যূনতম ৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট হবে, যা প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা ও উপপ্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাসহ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের (যেমন: হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, ক্রেডিট ডিভিশন, ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিভিশন, আইটি (অপারেশন, সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং) ডিভিশন ইত্যাদি প্রধান অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সদস্য হবেন। তবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কোনো কর্মকর্তা কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির সদস্য হতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি ইউনিট বা বিভাগ হিসাবে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

৩. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ এবং সময়ে সময়ে তা পর্যালোচনা করা হবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে নির্ধারিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে মনিটরিংসহ সময়ে সময়ে সার্কুলার জারী করতে হবে।

৪. বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) থেকে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক শাখাসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী করতে হবে। যেখানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, নীতি ও পদ্ধতিসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৫. বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১৯ এর ১.৩(৩) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপ, এ বিষয়ে বাস্তবায়ন/অগ্রগতি ও সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ষান্মাসিক ভিত্তিতে (জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিচালনা পর্ষদের অবগতি ও নির্দেশনার জন্য দাখিল করতে হবে। উক্ত প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন / নিরীক্ষা প্রতিবেদনের (ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেষ্টিং প্রসিডিউর) উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

(ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনের সংখ্যা;

(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর);

(গ) প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট প্রতিবেদনে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরনের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা;

(ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করতঃ রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।

এছাড়া, মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রধান নির্বাহীর নির্দেশনা ও মতামতসহ প্রতিবেদনটি ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিবেদনটির একটি কপি সংশ্লিষ্ট ষান্মাসিক শেষ হওয়ার ২(দুই) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৬. বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ১.৩ ১(চ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক অত্র ব্যাংকের গঠিত ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) নিম্নরুপ, যা পরিচালনা পর্ষদের ১২-৬-২০১৮ তারিখের ৭১২তম পর্ষদ সভায় অনুমোদিত।

নং	পদবী		বিভাগ	CCC তে অবস্থান
১	মহাব্যবস্থাপক		মহাব্যবস্থাপক আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ	ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)।
২	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	উপ-ডেপুটি প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)।
৩	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ-১, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৪	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	আন্তর্জাতিক বিভাগ (বাণিজ্য), বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	ক্রেডিট বিভাগ-১, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৬	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	ফরেন রেমিটেন্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৭	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-১	সদস্য
৮	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	আইসিটি অপারেশন বিভাগ বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৯	বিভাগীয় প্রধান	উপ-মহাব্যবস্থাপক	আইসিটি, সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
১০		সহকারী মহাব্যবস্থাপক	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল)	সদস্য সচিব।

অনুচ্ছেদ- ৪.৩ আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি ঃ

আঞ্চলিক পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

পরিবীক্ষণ কমিটি ঃ

০১। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি

০২। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য

০৩। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের AML/CFT সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঃ সদস্য সচিব

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি অত্র ম্যানুয়েল এর ১২.০০ নং পরিচ্ছেদ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করবে।

পরিচ্ছেদ-৫

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম

অনুচ্ছেদ-৫.১ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কর্মসূচী পরিপালন ও বাস্তবায়ন ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর আলোকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে গড়ে তোলার কার্যপদ্ধতি (Procedures), কর্মসূচীসমূহ, কলাকৌশল এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপভাবে বাস্তবায়ন, কার্যকর ও পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে ঃ -

অনুচ্ছেদ-৫.২ প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) মনোনয়ন ঃ

(ক) অত্র ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ)/তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti-Money Laundering Compliance Officer- **CAMLCO**) এর দায়িত্বে থাকবেন।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ১.৩.১(ক) এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে ব্যাংকের অন্য কোনো দায়িত্ব অর্পণের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হতে হবে যে এর ফলে ব্যাংকটির মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম বিঘ্নিত হবে না।

(গ) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (**CAMLCO**) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, অত্র ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশনা পরিপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭, অত্র ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ম্যানুয়েল, গাইডলাইন এবং এতদবিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারনা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৫.৩ উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO) মনোনয়ন ঃ

(ক) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (**CAMLCO**)কে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য অত্র ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক, উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Deputy Chief Anti Money Laundering Compliance Officer DCAMLCO) হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (**DCAMLCO**) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, অত্র ব্যাংক কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত সকল নির্দেশনা পরিপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭, অত্র ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ম্যানুয়েল, গাইডলাইন এবং এতদ্‌বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ডসমূহের উপর সম্যক ধারনা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৫.৪ শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়ন ঃ

(ক) শাখা ব্যবস্থাপক, শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা অথবা জেনারেল ব্যাংকিং/ফরেন এক্সচেঞ্জ/ক্রেডিট ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা হিসেবে মনোনীত করতে হবে।

(খ) সাধারনতঃ অত্র ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক/দ্বিতীয় কর্মকর্তাকে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবে ব্যস্ততম শাখায় দ্বিতীয় কর্মকর্তা দৈনন্দিন কাজসহ অন্যান্য জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকার কারনে BAMLCO এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে শাখার দ্বিতীয় কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন জ্যেষ্ঠতম, দক্ষ এবং এএমএল বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাখা ব্যবস্থাপক নিজ দায়িত্বে অফিস অর্ডারের মাধ্যমে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) মনোনয়নপূর্বক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। BAMLCO এর মনোনয়নপত্রে তার কর্মপরিধি এবং দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। BAMLCO সহ ব্যাংকের/শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সার্কুলার, গাইডেন্স নোটস, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর নির্দেশনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে নিজ দায়িত্বে অবহিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-৫.৫ ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্বাহী/ কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব ঃ

(১) প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (CAMLCO) দায়িত্ব ঃ

(১) প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO) ব্যাংকের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম মনিটরিং এর সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর কার্যক্রম তত্বাবধান করবেন।

(২) ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

(৩) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন ঝুঁকি নির্ধারণ, নিয়মনীতি অনুসরণ, অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ, KYC Procedures বাস্তবায়নের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন/সন্দেহজনক কার্যকলাপ চিহ্নিতকরণ ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়ন রোধ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া;

(৪) প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ, বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাবলীর হালনাগাদ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখা ;

(৫) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালনা পর্ষদের নিকট দায়ী থাকবেন ;

(৬) অনুসরণীয়, পরিপালনীয় ও বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশেষ করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত জনশক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া;

(৭) পরিপালনীয়, অনুসরণীয় বিষয়াবলী যথাসময়ে চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃনিরীক্ষা, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, শাখা এবং বাস্তবায়ন পরিপালনকারী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়ন ;

(৮) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে স্ব-নির্ধারণী ব্যবস্থা নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধান।

(৯) সন্দেহজনক কার্যকলাপ সনাক্তকরণ ও রিপোর্টকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

(ক) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়/শাখা হতে প্রাপ্ত রিপোর্ট পুনঃনিরীক্ষণ ও পুনঃ বিবেচনা;

(খ) লেনদেন তদারকী সম্পর্কীয় রিপোর্ট পুনঃনিরীক্ষণ (সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহায়তায়);

(গ) Internal Suspicious Activity Report (SAR)/STR, CTR BFIU তে রিপোর্ট করা;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন হতে পারে এরূপ সম্ভাব্য কার্যকলাপ সনাক্তকরণের বিষয়ে সঙ্গতিপূর্ণ/বাস্তব ও মানসম্মত নীতি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) এই নীতিমালার আলোকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে শাখার দলিলায়ন, হিসাব সংরক্ষণ ও বাতিলকরণ বিষয়ে সহযোগীতা প্রদান;

(চ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ও সুনামের ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত/গণ্য সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রধান নির্বাহী এবং পরিচালনা পর্ষদকে রিপোর্টকরণ। সন্দেহজনক কার্যকলাপ রোধের গুরুত্ব অনুধাবন করে শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নের উপযোগী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন ;

(ছ) অভ্যন্তরীণ সকল অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের পর সন্দেহজনক কার্যকলাপ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতকরণ।

(২) শাখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্বঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার, সার্কুলার লেটার, AML & CFT গাইড লাইনস, গ্রাহক নির্বাচনের অনুসৃত নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা গ্রহণ এবং এতদ্সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ শাখার সকলকে অবহিত করে তা বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) শাখা ব্যবস্থাপক শুধু AML & CFT সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না। তাঁকে রেকর্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখতে হবে;

(৩) প্রতি মাসে শাখায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত সভা আয়োজনকরণ। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ, সুপারিশ বাস্তবায়নে অর্পিত দায়িত্ব ইত্যাদির লিখিত রেজুলেশন রেকর্ড/রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। শাখা কর্তৃক সভায় গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ ও সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং প্রতিবেদনে প্রতিফলিত অনিয়ম, ত্রুটিসমূহ নিয়মিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রেরিত Self Assessment প্রতিবেদনে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ উপস্থাপন করা;

(৪) প্রতিটি শাখা ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক (অত্র ম্যানুয়েলের পরিশিষ্ট-খ) মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে এক কপি এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে ;

(৫) সঠিকভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা অর্থাৎ KYC, TP, Risk Grading এবং হিসাবের ধরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট গ্রহণ হচ্ছে কিনা তা যাচাইকরণ। প্রয়োজনে তিনি যাচাই এর বিষয়টি লিখিত রেকর্ড রাখতে পারেন;

(৬) বিদ্যমান ব্যাংক হিসাবসমূহের (Existing Bank Account) প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও KYC, TP, Risk Grading যথাযথভাবে গৃহীত হয়েছে কিনা তা যাচাই এর লক্ষ্যে সারা বছরের জন্য একটি কর্মসূচী গ্রহণ;

(৭) গ্রাহকের সম্পদ, পেশা বা আয়ের উৎসের সাথে TP সঙ্গতিপূর্ণ কিনা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যাচাই করে সন্তুষ্ট হওয়া;

(৮) এপ্রিল ৩০, ২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সে সকল হিসাব 'সুপ্ত' (Dormant) হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। সুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত এ সকল হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা করা যাবে কিন্তু উত্তোলন করা যাবে না। তবে গ্রাহক কর্তৃক শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃক উক্ত গ্রাহকের KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন সাপেক্ষে গ্রাহক হিসাবটিতে স্বাভাবিক লেনদেন সম্পাদন করতে পারবেন।

(৬) কোনো বিদেশী বা অনিবাসী বাংলাদেশীদের হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ এর বিধানাবলী ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

(৯) শাখায় অবশ্যই লেনদেন মনিটরিং এর সুবিধার্থে উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের একটি আলাদা রেজিষ্টার সংরক্ষণ, অতিরিক্ত EDD গ্রহণ এবং ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের লেনদেন নিয়মিত মনিটরিং/পর্যবেক্ষণকরণ। Risk Grading এর সময় নিম্ন ঝুঁকি (রিস্ক রেটিং ১৪ এর নীচে রাখা) করার প্রবনতা পরিহারকরণ;

(১০) নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শাখায় KYC, TP হালনাগাদ করা;

(১১) নিয়মিত সকল হিসাবের লেনদেন মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেওয়া এবং (STR) সনাক্তকরণে একটি পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ১০.২(১) অনুসরণ করা। CTR এ সন্নিবেশিত লেনদেন, দৈনিক ক্যাশ ট্রানজেকশন রেজিষ্টার পর্যালোচনা করে অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন তল্লাশী করা। এ ধরণের অনুসন্ধান বিষয়ে লিখিতভাবে শাখায় রেকর্ড সংরক্ষণ;

(১২) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) সঠিক ও নির্ভুলভাবে করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ । CTR রিপোর্ট এড়ানোর উদ্দেশ্যে Structuring করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং নিশ্চিতকরণ;

(১৩) মাসিক ভিত্তিতে CTR প্রেরণ করতে হবে। CTR যোগ্য কোন লেনদেন সংঘটিত না হলে শাখা হতে **"নগদ লেনদেন রিপোর্ট যোগ্য কোন লেনদেন নেই"** মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC)/ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অবহিত করতে হবে বা শূণ্য প্রতিবেদন পাঠাতে হবে;

(১৩) চলমান গ্রাহকের-Walk in or one off customer (ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার ও অন-লাইন লেনদেনের ক্ষেত্রে) নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর, অর্থের উৎস ইত্যাদি (KYC) প্রক্রিয়া অনুসরণকরণ;

(১৪) শাখার বৈদেশিক রেমিটেন্স নিয়মিত মনিটরিংকরণ। গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) তে বৈদেশিক রেমিটেন্স বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা উল্লেখ থাকতে হবে। বিদ্যমান হিসাবের বেলায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে TP আপগ্রেড করে তা পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

(১৫) UN Resolution (UNSCR) সমূহ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা সম্পর্কিত Resolution এবং দেশীয় সন্ত্রাসীদের তালিকা সম্পর্কিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত তালিকায় উল্লেখিত কোনো ব্যক্তি/গ্রুপ/প্রতিষ্ঠানের নামে কোন হিসাব আছে কিনা এবং কোন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে তা CBS এর মাধ্যমে যাচই করে নিশ্চিত হতে হবে;

(১৬) শাখার কর্মকান্ডের বিষয়ে পত্রিকা/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নেতিবাচক কোন সংবাদ হলে তাৎক্ষণিক সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৭) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর বিধান অনুযায়ী শাখায় সংঘটিত লেনদেনের রেকর্ড (বন্ধ হিসাব/ ভাউচার/ রেজিষ্টার/লেজার ও অন্যান্য রেকর্ড) ন্যূনতম ৫ বছর সংরক্ষণকরণ;

(১৮) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন ও তথ্য প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

(১৯) AML ও CFT সম্পর্কিত নিরীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি এর সিষ্টেম চেক প্রতিবেদনসমূহে উত্থাপিত আপত্তি/অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২০) শাখা ব্যবস্থাপককে AML এবং CFT কার্যক্রম বাস্তবায়নে শাখার অবস্থান/মান (রেটিং) গ্রহণযোগ্য/সম্মানজনক পর্যায়ে রাখতে সচেতন থাকতে হবে;

(২১) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার (BAMLCO) দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান, তত্ত্বাবধান ও তদারকীকরণ নিশ্চিতকরণ।

(৩) শাখার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) এর দায়-দায়িত্বঃ

(১) হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতির ও সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবেন।

(২) KYC,TP সংগ্রহ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেণীকরণ কাজ। ভাসমান গ্রাহকের ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি (KYC) সম্পাদন ও সংরক্ষণ করবেন।

(৩) গ্রাহকদের লেনদেন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা;

(৪) প্রতিটি লেনদেন TP সাথে মিলিয়ে দেখা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর TP ও KYC পূনঃমূল্যায়নপূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হালনাগাদ করে সংরক্ষণ করা;

(৫) ঘোষিত TP এর সাথে অসংগতিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিতকরণ এবং STR করে যথাযসময়ে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

(৬) সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যসম্বলিত Cash Transaction Report (CTR) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। CTR এ সন্নিবেশিত লেনদেন, দৈনিক ক্যাশ ট্রানজেকশন রেজিষ্টার পর্যালোচনা করে অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন তল্লাসী করা। এ ধরণের অনুসন্ধান বিষয়ে লিখিতভাবে শাখায় রেকর্ড সংরক্ষণ;

(৭) নিয়মিত সকল হিসাবের লেনদেন মনিটরিং এর ব্যবস্থা নেওয়া এবং (STR) সনাক্তকরনান্তে বিএফআইইউ সর্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক (অত্র ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ নং ১১-পরিশিষ্ট-ক(১) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ রিপোর্ট প্রদান। STR প্রদানে ব্যর্থ হলে BAMLCO দায়ী থাকবেন।

(৮) ঝুঁকি পূর্ণ গ্রাহক নির্বাচন ও রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। ঝুঁকি বিশ্লেষণের পর অধিক ঝুঁকিসম্পন্ন হিসাবসমূহ নিবিড়ভাবে ও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

(৯) ৩০ এপ্রিল, ২০০২ এর পূর্বে খোলা সকল হিসাব সমূহের KYC সম্পন্নকরণ। এ বিষয়ে অত্র ম্যানুয়েল এর ৬.২(৮) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ বিএফআইইউ সর্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ৩.৫(৫)অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। সুপ্ত হিসাবের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(১০) প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে Self Assessment সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিএফআইইউ সর্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-খ মোতাবেক মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে এক কপি এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(১১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিতে শাখার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে সভা করা ও সভার সিদ্ধান্তসমূহ রেজুলেশন আকারে রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।

(১২) শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যকলাপে অর্থায়ন রোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ;

(১৩) AML ও CFT সম্পর্কিত নিরীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের সিষ্টেম চেক প্রতিবেদনসমূহে উত্থাপিত আপত্তি/অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) AML ও CFT সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি সংরক্ষণ।

(১৫) বিএফআইইউ/সিসিসি কর্তৃক উদঘাটিত অনিয়ম ঘাটতি তথ্য যথাযথভাবে নিয়মিত করতে হবে।

(১৬) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা শাখার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সভা করবেন এবং উক্ত সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর অন্যান্য নির্দেশনার পরিপালন পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ঃ

- গ্রাহক পরিচিতি;
- লেনদেন মনিটরিং;
- সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ ও রিপোর্টিং;
- স্থানীয় Sanction List সহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন সমূহের বাস্তবায়ন;
- সেক্ষ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- রেকর্ড সংরক্ষণ;
- প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

শাখা পরিপালন কর্মকর্তা ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ/ডিভিশন বরাবরে প্রেরণ করবেন।

(৪) হিসাব খোলা/রিপোর্টিং কর্মকর্তা এর দায়-

(১) হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও সংরক্ষণ করবেন।

(২) KYC,TP সংগ্রহ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকদের শ্রেণীকরণ কাজ। সকল কাগজপত্র গৃহীত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত হবেন এবং KYC Profile সম্পাদন ও সংরক্ষণ করবেন। হিসাব খোলার ফরমের প্রতিটি ঘর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করবেন।

(৩) গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

(৪) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের শ্রেণীকরণ এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা বা Enhanced Due Diligence(EDD) অবলম্বন করতে হবে।

(৫) অত্র ম্যানুয়েল এর অনুচ্ছেদ ৭.০১ হতে ৭.০৫ ও ৭.১২ পর্যন্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

(৫) মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের দায়িত্ব ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী(সংশোধনী) আইন-২০১২ এর আলোকে অধিনস্থ শাখাসমূহ কর্তৃক উহা যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকী ও শাখাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(২) প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক শাখা হতে AML সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য/প্রতিবেদন (CTR) সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে সংশোধন করতঃ তা যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা;

(৩) শাখা কার্যালয় পরিদর্শনকালীন সময়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্মন্ধে খোঁজ-খবর গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান ;

(৪) আঞ্চলিক পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপক ও মাঠকর্মীদের সম্মেলনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিপালন বিষয়ে আলোচনা/এজেন্ডা প্রবর্তন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান ;

৫) শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব শাখা পর্যায়ে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ে গঠিত ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট পরিবীক্ষণ কমিটির কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ (পরিচ্ছেদ -১২ দেখুন)।

(৬) কর্পোরেট শাখা ব্যবস্থাপকগণ শাখায় BAMLCO নির্বাচন করতঃ AML সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনসহ তথ্য/প্রতিবেদন (CTR/STR, Self Assesment ইত্যাদি) যথাসময়ে সরাসরি CCC তে প্রেরণ করবেন। Self Assesment প্রতিবেদনের এক কপি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(৭) স্থানীয় মূখ্য কার্যালয় BAMLCO নির্বাচন করতঃ AML সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনসহ তথ্য/প্রতিবেদন (CTR/STR, Self Assesment ইত্যাদি) যথাসময়ে সরাসরি CCC তে প্রেরণ করবেন। Self Assesment প্রতিবেদনের এক কপি নিরীক্ষা বিভাগ, প্রকা তে প্রেরণ করবে।

(৬) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বঃ

(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিরোধী কার্যক্রমের উপর নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা;

(২) শাখা হতে প্রাপ্ত Self Assessment প্রতিবেদন যাচাই করে কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখা পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন;

(৩) স্বাভাবিক নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুযায়ী নিরীক্ষাকার্য পরিচালনাকালীন Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার কর্মকান্ড যাচাই করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলাদা অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক মন্তব্য/সুপারিশ সন্নিবেশ করবেন। এ ছাড়া কোন শাখা নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-গ (অত্র ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ-১১ এর পরিশিষ্ট-গ) মোতাবেক শাখার রেটিং/মান নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) তে প্রেরণ করবে।

(৭) আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটির দায়িত্ব ঃ

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের ন্যূনতম ৩(তিন) টি শাখা পরিদর্শনপূর্বক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন/বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ-১০ এর ছক-"ক"তে উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপর সরেজমিনে পর্যবেক্ষন/যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (পরিদর্শনকৃত প্রতিটি শাখার আলাদা প্রতিবেদন) পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে।

(৮) বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা/ নিরীক্ষা বিভাগ এর দায়িত্ব ঃ

(১) বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ কর্পোরেট শাখসমূহ নিরীক্ষার সময় প্রাপ্ত Self Assessment প্রতিবেদন যাচাই করে Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার কর্মকান্ড যাচাই করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলাদা অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক মন্তব্য/সুপারিশ সন্নিবেশ করবেন। এ ছাড়া শাখার নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-গ (অত্র ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ-১১ এর পরিশিষ্ট-গ) মোতাবেক শাখার রেটিং/মান নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) তে প্রেরণ করবে।

(২) প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ: স্থানীয় মূখ্য কার্যালয় নিরীক্ষার সময় প্রাপ্ত Self Assessment (অর্ধ বার্ষিক ভিত্তিক) প্রতিবেদন যাচাই করে Independent Testing Procedures এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক শাখার কর্মকান্ড যাচাই করবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আলাদা অনুচ্ছেদ সংযোজনপূর্বক মন্তব্য/সুপারিশ সন্নিবেশ করবেন। এ ছাড়া নিরীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর পরিশিষ্ট-গ (অত্র ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ-১১ এর পরিশিষ্ট-গ) মোতাবেক স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের রেটিং/মান নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) তে প্রেরণ করবে।

(৯) আইসিটি অপারেশন বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, প্রধান কার্যালয় এর দায়িত্ব ঃ

পর্যায়ক্রমে সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠছে। সে প্রেক্ষিতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে ব্যাংকের 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল' কে (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ) আইসিটি অপারেশন বিভাগ ও আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করবে।

পরিচ্ছেদ-৬

অনুচ্ছেদ-৬.১ মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব ঃ

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ধারা ২৫ অনুযায়ী মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যথাঃ--

(ক) গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহক পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হলে বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

ঘ) এ আইনের ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক--

ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করবে এবং আদায়কৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করবে।

(৪) সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ধারা ১৬ অনুযায়ী যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে।

অনুচ্ছেদ-৬.২ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ঃ

২০১২ সালের ৫ নং আইনের ৯ নং ধারা (সংশোধন ২০১৫) অনুযায়ী-

"(১) অন্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হবে।

(২) এই আইনের (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২) অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section ৩ এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২) আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারবে। "

অনুচ্ছেদ-৬.৩ ঃ

(ক) মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড ঃ

২০১২ সালের ৫ নং আইনের ৪ নং ধারা (সংশোধন ২০১৫) অনুযায়ী-

" (১) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা

(২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০(বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদন্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদন্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদন্ডের পরিমাণ বিবেচনায় সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদন্ডে দন্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"

(খ) **তথ্য প্রকাশের দন্ড ঃ**

(১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করবেন না।

(২) এ আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হতে বিরত থাকবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

(গ) **তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দন্ডঃ**

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন-

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে; বা

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে;

--তিনি এ আইনের অধীন অপরাধ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

(ঘ) **মিথ্যা তথ্য প্রদানের দন্ডঃ।**

(১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

অনুচ্ছেদ-৬.৪ ঃ রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ ঃ

(ক) (১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ ধারা ২৫(১)(খ) এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কোন গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র উক্ত গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হওয়ার দিন হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বছরকাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(২) গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগ্রহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি, হিসাব সংক্রান্ত দলিলাদি, ব্যবসায়িক পত্র যোগাযোগ এবং কোন গ্রাহকের বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রণীত হলে এ সকল তথ্যাদি/দলিলাদি গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) Walk-in Customer কর্তৃক লেনদেন সংঘটিত হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত লেনদেন সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

(৪) সংরক্ষিত তথ্যাদি অপরাধ কার্যক্রমের বিচারিক প্রক্রিয়ায় দালিলিক প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে হবে।

(৫) হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত অন্য কারো অনুরোধে অর্থ প্রেরণের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অর্থ প্রেরণের তারিখ হতে অন্যূন পাঁচ বছরকাল সংরক্ষণ করবে।

(৬) বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের কোন তথ্য চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

(খ) শাখায় AML ও CFT সংক্রান্ত ১৩টি নথি বা ফাইল সংরক্ষণ ঃ

ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে কোন হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে উহার তথ্য ও ডকুমেন্টসমূহ ন্যূনতম ৫ বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক উহা সরবরাহের নিমিত্তে BAMLCO শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে AML ও CFT সংক্রান্ত নিম্ন বর্ণিত ১৩টি নথি বা ফাইল আলাদাভাবে সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে ঃ-

১) এএমএল সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার;
২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের CCC এর নির্দেশনা/গাইডলাইনস ইত্যাদি বিষয়ক ফাইল;
৩) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
৪) শাখার BAMLCO এর নিয়োগপত্র/অফিস অর্ডার;
৫) হিসাব খোলা/ রিপোর্টিং অফিসারের নিয়োগপত্র/ অফিস অর্ডার;
৬) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক সভা;
৭) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR)সংক্রান্ত ফাইল;
৮) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) সম্পর্কিত ফাইল;
৯) KYC Procedure সম্পন্নকরণ (৩০-০৪-২০০২ তারিখের পূর্বে খোলা হিসাবসমূহের- সুপ্ত হিসাবের) সম্পর্কিত;
১০) TP ও KYC হালনাগাদকরণ (আপগ্রেড)/মনিটরিং;
১১) Self Assessment সংক্রান্ত ফাইল;
১২) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন (System check) সম্পর্কিত ফাইল;
১৩) বাংলাদেশ ব্যাংক, দুদক, এনবিআর, কাস্টমস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে চাহিত ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংক্রান্ত ফাইল।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের CCC এর সার্কুলার, নির্দেশনা, পত্র, পরিপত্র এবং অন্যান্য কাগজপত্র উল্লিখিত ১৩টি নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এ বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপক/BAMLCO মনিটর করবেন।

অনুচ্ছেদ-৬.৫ নিয়োগ ও প্রশিক্ষণঃ

(ক) নিয়োগ ঃ

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে অত্র ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করতে হবে ঃ

(১) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ যাচাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করতে হবে, যাতে কোন স্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যাংক এ ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। এ ক্ষেত্রে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক জনবল নিয়োগের সময় যথাযথভাবে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

(২) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ডিভিশন/বিভাগে/সেলে উপযুক্ত সংখ্যক সম্যক বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণঃ

(১) ব্যাংকের কাজের সাথে সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি বিবেচনায় কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমের বিষয়ে প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শাখা/আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এএমএল ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(১) ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে, যাতে করে সকলেই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ এর ১১.২ অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর গাইডলাইন্স, ম্যানুয়েল ও বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পত্র, পরিপত্রের আলোকে অত্র ব্যাংকের স্টাফ কলেজ কর্তৃক নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের AML/CFT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(৩) স্টাফ কলেজ কর্তৃক অত্র ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১সপ্তাহ বা তদূর্ধ্ব মেয়াদে পরিচালিত (AML/CFT ছাড়া) যে কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্ততঃ ১(এক)টি অধিবেশন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এর উপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(৪) কর্পোরেট শাখা/শাখা ব্যবস্থাপক নিজ শাখার অভ্যন্তরে সময়ে সময়ে শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে, সেখানে প্রয়োজনে অঞ্চল প্রধান বা তার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন।

(৫) শাখা সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অন্যান্য বিষয়ে গৃহীত প্রশিক্ষণের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(গ) শিক্ষণ- ব্যাংক গ্রাহক :

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে ঃ

(১)) গ্রাহকের হিসাব খোলার সময় গ্রাহক পরিচিতি (KYC) ও লেনদেনের অনুমিত মাত্রাসহ বিভিন্ন বিষয়ে গ্রাহকের বিভিন্ন প্রশ্নের যৌক্তিক জবাবসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে সচেতন করতে সময় সময় লিফলেট বিতরণ এবং প্রতিটি শাখায় দৃশ্যমান স্থানে পোষ্টার/বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) এছাড়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন, তথ্যচিত্র ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিচ্ছেদ-৭
গ্রাহক পরিচিতির নীতি ও পদ্ধতি

গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য দেয়া হলে এবং তা ব্যবহার করলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ জোরদারকরণে ইহা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। যদি অসত্য (false) পরিচিতি প্রদান করে কোন গ্রাহক হিসাব খুলে জালিয়াতি (fraud) বা মানিলন্ডারিং কার্যক্রম করে থাকে, তবে তাকে অনুসন্ধান করা (trace) যায় না। গ্রাহকের মিথ্যা নাম, ঠিকানা বা জন্ম তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্তকালে সাক্ষাতকারের প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের অনুসন্ধান করা যায় না। কাজেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং আর্থিক খাতকে এর ঝুঁকি মুক্ত রাখার জন্য গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৭.১ গ্রাহকের সংজ্ঞা ঃ

১। ব্যাংকের সাথে কোনরূপ হিসাব সংরক্ষণ করে বা ব্যাংকিং সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে এমন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

২। প্রকৃত সুবিধাভোগী তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যার পক্ষে হিসাব পরিচালিত হচ্ছে (Beneficial Owner);

৩। বিদ্যমান আইনী কাঠামোর আওতায় ট্রাস্ট ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী (যেমন, আইনজীবি/প্রতিষ্ঠান, চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) কর্তৃক পরিচালিত হিসাবের ট্রাস্টি, মধ্যস্থতাকারী বা লেনদেনের প্রকৃত সুবিধাভোগী;

৪। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একক লেনদেনে সংঘটিত অধিক মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার, টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার ইস্যু বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং অন্যান্য ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এমন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক লেনদেন এর তুলনায় কোন লেনদেন অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হলে তা 'অধিক মূল্যের' বলে বিবেচিত হবে।

৫। বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি বা সত্তা।

অনুচ্ছেদ-৭.২ গ্রাহক নির্বাচন নীতিমালা ঃ

গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। উক্ত নীতিমালায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে ঃ

(১) বেনামে, ছদ্মনামে বা শুধু নম্বরযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না;

(২) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না। বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে; এবং

(৩) Shell Bank এর সাথে কোনো ধরণের ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না;

(৪) বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৩ গ্রাহক পরিচিতি (Know Your Customer - KYC) ঃ

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের প্রতিটি শাখাকে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই প্রক্রিয়া (KYC-Know Your Customer) সম্পাদন করতে হবে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকের পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে :

(১) গ্রাহকের পরিচিতির পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহক কর্তৃক হিসাব খোলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত যাচাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে। উল্লেখ্য, এরূপ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য গ্রহণ বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বিবেচনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বা সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

(২) ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবধারী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে (Uniform Account Opening Form) নির্দেশিত পরিচিতিমূলক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ ও উহার সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

(৩) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৫) হিসাবধারী ব্যতিত অন্য কাউকে (Walk-in Customer) লেনদেনে সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে (যেমন ঃ ডিডি, টিটি, এমটি, পে-অর্ডার বা অনলাইন লেনদেন ইত্যাদি) এ ম্যানুয়েলের অন্যান্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

(৬) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে এনআইডি যাচাই সংক্রান্ত ব্যাংকের চুক্তি অনুযায়ী নতুন ঋণ প্রদান ও আমানত হিসাব খোলার সময় নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইট থেকে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের এনআইডি যাচাই করে তার KYC সংক্রান্ত তথ্য ভেরিফিকেশন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৪ CDD (Customer Due Diligence) ঃ

(১) Customer Due Diligence (CDD) বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকরণ ও সনাক্তকরণসহ হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ এবং যাচাইকরণ (KYC), CDD প্রক্রিয়ার একটি অংশ।

(২) গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ে CDD সম্পাদন করতে হবে -

(ক) গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) বিদ্যমান গ্রাহকের সাথে আর্থিক লেনদেন সংঘটনের সময়;

(গ) যখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারন থাকবে যে ইতিপূর্বে গ্রাহকের পরিচিতির সপক্ষে যে তথ্য বা দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বা সঠিক নয়; এবং

(ঘ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সাথে জড়িত এরূপ সন্দেহ হলে।

(৩) গ্রাহকের পরিচিতি এবং ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যাংক তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। "ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ" বলতে বিদ্যমান নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদি সংগ্রহপূর্বক CDD সম্পন্ন করা হয়েছে মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাকে বুঝাবে।

(৪) যদি গ্রাহকের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা তা নিশ্চিত হয়ে তার পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে;

(৫) ট্রাস্টি ও পেশাদার মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক গ্রাহকের পক্ষে পরিচালিত হিসাবের ক্ষেত্রে তাদের আইনগত অবস্থান পর্যালোচনা ও তার যথার্থতা নিরূপণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) সনাক্তকরণপূর্বক ব্যাংকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষ স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী'র পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে ঃ

(ক) যদি কোনো গ্রাহক অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে হিসাব পরিচালনা করে, সে ক্ষেত্রে গ্রাহক ছাড়াও উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গ্রাহককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ/প্রভাবিত করে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে; এবং

(গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার হোল্ডার অথবা ২০% বা তদুর্ধ্ব একক শেয়ার হোল্ডারকে হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী বিবেচনায় তার/তাদের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;

১.জাতিসংঘের Sanction তালিকা ভূক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজ্যুলুশনে বর্ণিত তালিকাসমূহ বোঝাবে। এই তালিকাসমূহ http://www.un.org/sc/committees/index.shtml অথবা http://www.bb.org.bd/aboutus/dept/bfiu/sanction_list.php ওয়েবলিংক হতে সংগ্রহ করা যাবে।

২. বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৫ CDD (Customer Due Diligence) সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখার করণীয় ঃ

গ্রাহকের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে অথবা গ্রাহকের বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য/উপাত্ত নির্ভরযোগ্য না হলে অর্থাৎ গ্রাহক পরিচিতির সন্তোষজনক তথ্য প্রাপ্তি এবং তা যাচাই সাপেক্ষে CDD সম্পাদন করা সম্ভব না হলে শাখা নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ঃ

(১) ব্যাংক শাখা উক্তরূপ গ্রাহকের হিসাব খুলবে না বা লেনদেন করবে না অথবা প্রয়োজনে বিদ্যমান হিসাব বন্ধ করে দিবে।

(২) বিদ্যমান এরূপ হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং হিসাব বন্ধ করার পূর্বে হিসাব বন্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) ক্ষেত্রমত এরূপ গ্রাহকের বিষয়ে সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৬ গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Enhanced Due Diligence-EDD) ঃ

ব্যাংক কর্তৃক নিরূপিত উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন (High Risk) গ্রাহকের ক্ষেত্রে নিম্নরূপে গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD গ্রহণ করতে হবে ঃ

(১) নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উৎস (Independent and reliable sources) থেকে গ্রাহক পরিচিতি সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

(২) হিসাব খোলার উদ্দেশ্য, হিসাবের অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার জন্য অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) প্রযোজ্যক্ষেত্রে, ব্যাংকের প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণ; এবং

(৪) উক্ত হিসাবের লেনদেন নিয়মিতভাবে অধিকতর মনিটর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৭.৭ পলিটিক্যালি এক্সপোজড পার্সন (Politically Exposed Persons-PEPs) এর ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

Politically Exposed Persons (PEPs) এর হিসাব খোলা ও হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে, অত্র ম্যানুয়েল এর ৭.২ হতে ৭.৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রযোজ্য নির্দেশনা অনুসরণের পাশাপাশি নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে ঃ

(১) ব্যাংক তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী PEPs কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গ্রহণ (যেমনঃ উন্মুক্ত তথ্যের উৎস, বিভিন্ন ডাটাবেজ ব্যবহার ইত্যাদি) করতে হবে।

(২) PEPs এর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা বিদ্যমান সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে ব্যাংকের উপযুক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে;

(৩) এছাড়াও এ সার্কুলারের ৭.৬ অনুচ্ছেদের (১) হতে (৪) এ বর্ণিত গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৪) তাদের হিসাবের লেনদেন নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে; এবং

(৫) PEPs Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ও এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত অনিবাসীদের হিসাব খোলা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিবিধান যথারীতি পরিপালন করতে হবে।

(৬) Politically Exposed Persons (PEPs) বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

The following individuals of other foreign countries must always be classed as PEPs:

i. heads and deputy heads of state or government;
ii. senior members of ruling party;
iii. ministers, deputy ministers and assistant ministers;
iv. members of parliament and/or national legislatures;
v. members of the governing bodies of major political parties
vi. members of supreme courts, constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject ot further appeal, except in exceptional circumstance;
vii. heads of the armed forces, other high ranking members of the armed forces and heads of the intelligence services;
viii. heads of state-owned enterprise.

PEPs এর পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'PEPs' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

অনুচ্ছেদ-৭.৮ প্রভাবশালী ব্যক্তির (Influential Persons:IPs) ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। এ ধরনের গ্রাহকের সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে বা হিসাব খোলা ও পরিচালনা উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হলে অনুচ্ছেদ ৭ এর ১ হতে ৪ ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।

প্রভাবশালী ব্যক্তি বলতে "individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example Heads of State or of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials" কে বুঝাবে।

The following individuals must always be classed as influential persons:

(a) heads and deputy heads of state or government;
(b) senior members of ruling party;
(c) minsters, state ministers and deputy ministers;
(d) members of parliament and/or national legislatures
(e) members of the governing bodies of major political parties;
(f) Secretary, Additional secretary, joint secretary in the minister;
(g) Judges of supreme courts, constitutional courts or other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances;
(h) governors, deputy governors, executive directors and general manager of central bank;
(i) heads of the armed forces, other high ranking members of the armed forces and heads of the intelligence services;
(j) heads of state-owned enterprises;
(k) members of the goveening bodies of local political parties;
(l) ambassadors, charges d'affaires or toher senior diplomats;
(m) city mayors or heads of municipalities who exercise genuine political or economic power;
(n) board members of state-owned enterprise of national political or economic importance.

প্রভাবশালী কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

অনুচ্ছেদ-৭.৯ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে করণীয় ঃ

ব্যাংককে তাদের গ্রাহক বা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা কিনা তা নির্ধারন করতে হবে। এধরণের গ্রাহকের সাথে ব্যাংকিং সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতীয়মান হলে অনুচ্ছেদ ৭.৭ এর (১) হতে (৫) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৬ ক্রমিকে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বলতে "persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization refers to members of senior management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions" কে বুঝাবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নির্দেশনা তাদের পরিবারের সদস্য ও তাদের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তির (close associates) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত 'প্রভাবশালী ব্যক্তি' হিসেবে কোনো মধ্যম বা অধঃস্তন (Middle ranking or more junior individuals) পর্যায়ের ব্যক্তি বিবেচিত হবেন না।

অনুচ্ছেদ-৭.১০ করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Correspondent Banking) এর ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে না পারে সেজন্য আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং (Cross Border Correspondent Banking) সম্পর্ক স্থাপন এবং তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ আবশ্যিকভাবে পরিপালনীয় হবে ঃ

(১) করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পূর্বে পরিশিষ্ট-'ক' মোতাবেক তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

(২) করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংকটি সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরভাবে তদারক করা হয়, এ ব্যাপারে সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই কেবলমাত্র কোনো বিদেশী ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে বা বজায় রাখা যাবে।

(৩) কোন Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না। (Shell Bank বলতে ঐসব ব্যাংককে বুঝাবে যাদের যে দেশে ইনকর্পোরেটেড সে-দেশে কোন শাখা বা কার্যক্রম নেই এবং কোন নিয়ন্ত্রিত আর্থিক গ্রুপ (regulated financial group) এর আওতাভূক্ত নয়)।

(৪) যে সব করেসপন্ডেন্ট বা রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে বা হিসাব সংরক্ষণ করে বা সেবা প্রদান করে তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না বা বজায় রাখা যাবে না।

(৫) যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে (যেমন: ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্সের পাবলিক ডকুমেন্টে High Risk and Non-Cooperative Jurisdictions হিসেবে তালিকাভুক্ত দেশ) সেসব দেশের ব্যাংকের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন বা বজায় রাখার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা বা **Enhanced Due Diligence -EDD** অবলম্বন করতে হবে। এসব ব্যাংকের সুবিধাভোগী (Beneficial Owner) এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তাদের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(৬) যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক তাদের গ্রাহকদেরকে করেসপন্ডেট ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি লেনদেন সম্পাদন করার সুযোগ প্রদান করে থাকে (অর্থাৎ Payable through accounts) তাদের সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ক) রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক তাদের গ্রাহকের CDD সম্পাদন করতে হবে;
(খ) করেসপন্ডেট ব্যাংকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের CDD বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব মর্মে নিশ্চিত করতে হবে। এখানে "Payable through accounts" বলতে "Correspondent accounts that are used directly by third parties to transact business on their own behalf" বুঝাবে।

(৭) বর্ণিত নির্দেশনাবলী বিদ্যমান সকল করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এই নির্দেশনার আলোকে বিদ্যমান করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্কসমূহ পুনঃমূল্যায়ন করতে হবে।

আন্তঃদেশীয় করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং বলতে যে কোন এক ব্যাংক (করেসপন্ডেন্ট) কর্তৃক অন্য ব্যাংককে (রেসপন্ডেন্ট) ব্যাংকিং সেবা প্রদানকে বুঝাবে। এরূপ ব্যাংকিং সেবা বলতে ক্রেডিট, ডিপোজিট, কালেকশন, ক্লিয়ারিং, পেমেন্ট, ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট, আন্তর্জাতিক ওয়ার ট্রান্সফার, ডিমান্ড ড্রাফট এর জন্য ড্রয়িং অ্যারেঞ্জমেন্ট বা অনুরূপ অন্য কোন সেবা প্রদানকে বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-৭.১১ স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহকের (Non face to face customer) ক্ষেত্রে করণীয় :

ব্যাংক তাদের স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি নিরসনের নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন করবে এবং সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে। স্বশরীরে অনুপস্থিত গ্রাহক বলতে ঐ সকল গ্রাহককে বুঝাবে যারা ব্যাংক শাখায় স্বশরীরে উপস্থিত না হয়ে ব্যাংকের এজেন্টের মাধ্যমে বা নিজের পেশাদার প্রতিনিধির (আইনজীবী, একাউন্ট্যান্ট ইত্যাদি) মাধ্যমে হিসাব খুলে এবং পরিচালনা করে থাকে।

অনুচ্ছেদ-৭.১২ ব্যাংকের গ্রাহক নির্বাচনে অনুসরণীয়/অনুসৃত নীতিমালাঃ

ক্রঃ নং	শিরোনাম	নীতি	পদ্ধতি
১	ব্যক্তিক হিসাবের প্রাথমিক যোগ্যতা	প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন এবং দেউলিয়া নয় এমন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক/নাগরিকগণ নিজ নামে বা যৌথ নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন ও সেবা গ্রহন করতে পারবেন।	প্রচলিত আইন ও নিয়মের পাশাপাশি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এবং সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধনী) আইন,২০১২, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম, গ্রাহকের ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলী, কেওয়াইসি প্রোফাইল ফরম, টিপি গ্রহণ এবং অর্থের উৎসসহ ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করবে। গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে (ক) জাতীয়তাসনদপত্র (খ) টিআইএন নম্বর/ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি থাকে) (গ) পাসপোর্ট ও নিয়োগকর্তা প্রদত্ত পরিচিতিপত্র অথবা ওয়ার্ড কমিশনার/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান প্রদত্ত পরিচয়ের প্রত্যয়নপত্র অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র যে কোন একটি (ঘ) হিসাবধারীর আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোকপি (আবশ্যিকভাবে) গ্রহনীয়। (ঙ) যথানিয়মে নমিনী মনোনয়ন গ্রহন ও সংরক্ষণ।
২	নাবালক	নাবালকদের পক্ষে তাদের অভিভাবক হিসাব খুলতে পারবেন।	নাবালক ও অভিভাকের উভয়েরই কেওয়াইসি করতে হবে, উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ও অর্থের উৎস যৌক্তিক পর্যায়ে নিশ্চিত করতে হবে এবং গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৩	নিরক্ষর ব্যক্তি	যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে হিসাব খুলতে পারবে।	নিরক্ষর ব্যক্তির কেওয়াইসি করতে হবে। কেবলমাত্র আমানতকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৪	গ্রাহকের তথ্য যাচাই	যে সকল ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচিতির স্বপক্ষে দলিলাদি সংগ্রহ করা যাবে না বা তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যাবে না, ব্যাংক সে সকল হিসাব খুলবে না এবং পরিচালনা করবে না।	-
৫	PEP's এর হিসাব	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সার্কুলার-১৪ এ বর্ণিত PEP's এর হিসাব ব্যাংক খুলতে পারবে। (Individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country for example Head of State or government senior officials, senior government judicial or military officials, senior executive of state owned corporation, important political party officials কে PEP's হিসেবে বিবেচনা করতে হবে)	- ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে ব্যাংকের উর্ধ্বতন উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহন করতে হবে। - হিসাবে লেনদেনকৃত অর্থ বা সম্পদের উৎস জানার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। - সকল PEP's হিসাব উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বিবেচনায় অধিকতর সতর্কতার সাথে কেওয়াইসি করতে হবে এবং লেনদেন মনিটরিং করতে হবে। PEP's সনাক্তকরণে সমস্যা হলে প্রধান কার্যালয়ের সহায়তা নিতে হবে। - PEP's হিসাব খোলা ও পরিচালনা সময় Foreign Exchange Regulation Act, 1949 এবং Guidelines for Foreign Exchange Transaction যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পরবর্তীতে গ্রাহক PEP's হিসেবে পরিগণিত হলে অথবা হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী কেহ PEP's হলে উক্ত হিসাবের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

৬	অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী নাগরিক	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অনিবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশী নাগরিক ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	কেওয়াইসি, টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক পরিচিতির স্বপক্ষে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি গ্রহণ করবে। Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এবং Guidelines for Foreign Exchange Transaction যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
৭	পর্দানশীল মহিলা	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পর্দানশীল মহিলার ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	হিসাব খোলার সময় শাখা ব্যবস্থাপক/দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মুখে গ্রাহকের স্বশরীরে উপস্থিতি থাকতে হবে এবং পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাহক পরিচিতির বিষয়ে ক্রমিক নং-০১ এ বর্নিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৮	দৃষ্টিহীন ব্যক্তি	যে কোন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজের পছন্দের জন্য ব্যক্তির সহায়তায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	গ্রাহক এবং সহায়তাকারী উভয়ের কেওয়াইসি সম্পন্ন করতে হবে এবং অর্থ উত্তোলনের সময় উভয়কে স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। গ্রাহক পরিচিতির বিষয়ে ক্রমিক নং-০১ এ বর্নিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
৯	বিদ্যমান গ্রাহক	যদি কোন গ্রাহকের (ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ গ্রুপ) হিসাব ব্যাংক সংরক্ষণ করে তবে তার অন্য হিসাবও ব্যাংক খুলতে পারবে।	এ ক্ষেত্রে গ্রাহকের পূনরায় কেওয়াইসি করার প্রয়োজন হবেনা তবে কোন তথ্য পরিবর্তিত হলে তা হালনাগাদ করতে হবে। নতুন হিসাবের টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে।
১০	পার্টনারশীপ	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পার্টনারশীপ ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	পার্টনারশীপ ডিড, ট্রেড লাইসেন্সসহ অংশীদারদের পরিচিতির বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
১১	প্রাতিষ্ঠানিক হিসাব	আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠান নিজ নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করতে পারবে।	- প্রতিষ্ঠানটি একটি আইনগত সত্তা হলে তার স্বপক্ষে দলিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রেডলাইসেন্স/রেজিষ্ট্রেশন সনদ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। - হিসাবের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলের কেওয়াইসি নিশ্চিত করতে হবে। - হিসাবের টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে। - হিসাবের বেনিফিসিয়াল ওনার চিহ্নিত করতে হবে। - সরকারী প্রতিষ্ঠানের বেলায় হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সিগনেটরিজের ক্ষমতা যথাযথভাবে নিশ্চিত হতে হবে এবং তার কেওয়াইসি করতে হবে। - লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বোর্ডের সভায় গৃহীত আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত (রেজুলেশন), পরিচালক সম্পর্কিত ঘোষনা, যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি (কোম্পানী বা তাহার পরিচালকগনের বিষয়ে প্রয়োজনে তথ্যাদি সঠিকভাবে যাচাই এর লক্ষ্যে রেজিষ্টার অব জয়েন ষ্টক কোম্পানীজ এর সাহায্য চাওয়া যেতে পারে)। - - বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিবন্ধিত দলিলাদি যে স্থান হতে ইস্যুকৃত হয়েছে, প্রয়োজনে তথায় যোগাযোগ করে দলিলাদির যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সমীচীন হতে পারে।
১২	সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটি	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সমবায় সমিতি/লিমিটেড সোসাইটির নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	কো-অপারেটিভ কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত বাই-লজ, সার্টিফিকেট অব রেজিষ্ট্রেশন , অফিস কর্মকর্তাগনের (অফিস বেয়ারারস) বিবরণ, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত(রেজুলেশন)এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ।

১৩	বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যগনের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (রেজুলেশন), যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের পূর্ণাঙ্গ কেওয়াইসি এবং হিসাব পরিচালনাকারীদের বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
১৪	ট্রাষ্ট বোর্ড	ব্যাংক প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ট্রাষ্ট বোর্ড নামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবে।	ডিড অব ট্রাষ্ট এর সার্টিফাইড কপি, ট্রাষ্ট বোর্ডের সদস্যগনের পূর্ণ পরিচিতি, হিসাব খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত (রেজুলেশন), যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি গ্রহণ করতে হবে।
১৫	এনজিও, ক্লাব, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান	ব্যাংক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যে কোন এনজিও, ক্লাব, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন এর হিসাব খুলতে পারবে।	অফিস কর্মকর্তাগনের বিবরণ (অফিস বেয়ারারস), যারা হিসাব পরিচালনা করবেন তাদের নাম এবং হিসাব পরিচালনাকারীর বিষয়ে ক্রমিক ১ এ উল্লেখিত প্রাসংগিক তথ্যাদি, বাইলজ বা সংবিধান, রেজিষ্টার্ড হলে সরকারী অনুমোদনপত্র ইত্যাদি গ্রহণ। NGO Bureu Registration আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। এনজিও, ক্লাব, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন-বিশেষভাবে যে সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা বিশেষ কালচার ও গোষ্ঠি নিয়ে কাজ করে, সে সকল ক্ষেত্রে হিসাব খোলা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং অধিকতর গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত লেনদেন মনিটরিং করতে হবে।
১৬	Executors Administrators Trustee হিসাব	প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে ব্যাংক Executors Administrators এবং Trustee হিসাব খুলতে পারবে।	হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সিগনেটরিজের ক্ষমতা যথাযথভাবে নিশ্চিত হতে হবে। হিসাবের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের কেওয়াইসি নিশ্চিত করতে হবে। হিসাবের টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করতে হবে। হিসাবের বেনিফিসিয়াল ওনার চিহ্নিত করতে হবে।
১৭	ছদ্মনামে ও নম্বরযুক্ত হিসাব	ছদ্ম নামে বা শুধুমাত্র নম্বরযুক্ত কোন হিসাব খোলা যাবে না।	-
১৮	Shell Bank and others	ব্যাংক Shell Bank এর সাথে কোন ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং যে সকল রেসপন্ডেন্ট ব্যাংক Shell Bank এর সাথে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সাথে কোন ব্যাংকিং সম্পর্ক স্থাপন করবে না।	-
০	ML/TF সন্দেহভাজন	গ্রাহক মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কাজে অর্থ যোগানে জড়িত, ব্যাংক যদি তা জানে বা জোড়ালোভাবে সন্দেহ করার কারণ থাকে তবে ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব খুলবে না।	-
২১	Online হিসাব	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরবর্তী কোন নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত গ্রাহকের স্বশরীরে উপস্থিত ব্যতীত Online হিসাব খোলা যাবেনা।	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী নাগরিকগনের কেওয়াইসি, টিপি, অর্থের উৎস এবং ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন নিশ্চিত করে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা আইনগত প্রতিনিধির মাধ্যমে হিসাব খুলতে পারবে।

২২	হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত গ্রাহক (ভাসমান/চলন্ত গ্রাহক -Walk in/ One off customer)	হিসাবধারী গ্রাহক ব্যতীত গ্রাহক কর্তৃক রেমিট্যান্সসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা সংরক্ষণ করতে হবে (প্রেরকের পূর্ণ পরিচিতির বিষয়ে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে)।	-
২৩	Sanction List	UN Sanction List, OFAC Sanction List এবং বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত/প্রেরিত অন্য যে কোন Sanction List ভূক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব ব্যাংক খুলবে না এবং পরিচালনা করবে না।	জাতিসংঘের Sanction তালিকাভূক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজুলেশন বর্ণিত তালিকাসমূহ বোঝাবে। বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।

৭.১৩ Positive Pay পদ্ধতি অনুসরণঃ

ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে উপস্থাপিত ৳ ৫,০০,০০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ) এবং তদুর্ধ্ব মূল্যমানের চেক পরিশোধ করার জন্য গ্রাহকের নিকট থেকে Positive Payment Instruction বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে এখন থেকে নতুন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে Positive Payment System এর আওতায় নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে এবং চালু হিসাবের ক্ষেত্রেও গ্রাহকের নিকট থেকে Positive Payment বিষয়ে সম্মতিপত্র গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি শাখা Positive Payment Instruction এর বিষয়ে তাদের গ্রাহকদের সচেতন করবে। উল্লেখ্য, Positive Payment Instruction ফরম সরবরাহ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাসমূহ নিজ উদ্যোগে গ্রাহকের নিকট থেকে এ সম্পর্কিত সম্মতিপত্র গ্রহণ করবে।

৭.১৪ ঝুঁকিভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন পদ্ধতিঃ

কোন গ্রাহকের হিসাব খোলার সময় এতে মানিলন্ডারিং এর ঝুঁকি আছে কিনা তা যতটা সম্ভব যাচাই করা প্রয়োজন। এরূপ যাচাই করার একটি পদ্ধতি হলো ঝুঁকি ভিত্তিক গ্রাহক বিভাজন। KYC Profile Form পূরণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে গ্রাহক বিভাজন করা যেতে পারে। এতে ৭টি ক্যাটাগরিতে ১ থেকে ৫ এর মধ্যে প্রাপ্ত অংক/রেটিং এর ভিত্তিতে গ্রাহকের উচ্চ ঝুঁকি মাধ্যমে ঝুঁকি ও নিম্ন ঝুঁকি প্রকৃতিতে বিভাজন করা হয়। ঝুঁকিভিত্তিক বিভাজনের সাতটি ক্যাটাগরি নিম্নে দেখানো হলো ঃ

১. গ্রাহকের পেশা ও ব্যবসার প্রকৃতি।

২. ব্যবসার নেটওয়ার্ক।

৩. হিসাব খোলার ধরণ।

৪. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক লেনদেনের পরিমাণ।

৫. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক লেনদেনের সংখ্যা।

৬. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক নগদ লেনদেনের পরিমাণ।

৭. গ্রাহকের প্রত্যাশিত মাসিক নগদ লেনদেনের সংখ্যা।

১.জাতিসংঘের Sanction তালিকা ভূক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজ্যুলুশনে বর্ণিত তালিকাসমূহ বোঝাবে। এই তালিকাসমূহ - www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml এ পাওয়া যাবে।

২. বাংলাদেশের Sanction তালিকভূক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।

এ সাতটি ক্যাটাগরির মাধ্যমে অর্জিত অংকের সমষ্টি ১৪ এর কম হলে নিম্ন ঝুঁকি, ১৪ এর সমান বা ১৪ এর চেয়ে বেশী হলে উচ্চ ঝুঁকি নির্দেশ করে। এরূপ ঝুঁকি মূল্যায়ন KYC Profile ফরমে দস্তখতসহ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। গ্রাহকের এরূপ বিভাজন বিশেষতঃ উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহককে প্রতি বছর পূনঃমূল্যায়ন করা প্রয়োজন। উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের তালিকা/তথ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সহজেই এ সকল হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে EDD গ্রহণ করতে হবে।

১. KYC Profile এ অর্থের উৎস সম্পর্কিত প্রশ্নপত্র ঃ

(ক) অর্থের উৎসের ধরণঃ

☐ ব্যবসার মালিকানা ☐ উচ্চ পদস্থ নির্বাহী ☐ উত্তরাধিকার

☐ পেশাজীবি * ☐ বিনিয়োগ** ☐ অন্যান্য

নির্দেশনা ঃ (অনুচ্ছেদ-৭.১০ এর প্রশ্ন তালিকায় বর্ণিত প্রশ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রয়োজনে একাধিক ক্যাটাগরির প্রশ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে)

(খ) আমানতকারীর সাথে মুখোমুখি আলাপের উপর নোট ঃ

(গ) আমানতকারীর প্রোফাইলের বার্ষিক রিভিউ ঃ

প্রস্তুতকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ নাম ঃ তারিখ ঃ	২য় কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ নাম ঃ তারিখ ঃ	শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরঃ নাম ঃ তারিখ ঃ

* পেশাজীবি-ডাক্তার,উকিল,প্রকৌশলী, একাউন্টটেন্ট, চাকুরিজীবি-ইত্যাদি

** বিনিয়োগ- যে ব্যক্তি যে কোন ধরনের সম্পদ কেনা বেচা করে ঃ রিয়েল এষ্টেট সিকিউরিটিজ, শেয়ার কোম্পানী, রয়ালিটি এবং পেটেন্ট ইত্যাদি।

নোট ঃ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে KYC Profile ফরম প্রতি বছর আপগ্রেড করতে হবে।

২. সম্পদের উৎস নির্ণয়ে ব্যবহারের জন্য প্রশ্নপত্রঃ

ব্যবসায়ের মালিকানা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

- ব্যবসায়ের ধরণ ও বিবরণ এবং এর অপারেশন
- মালিকানার ধরণঃ ব্যক্তি মালিকানা/লিঃ কোম্পানী
- কি ধরনের কোম্পানী ?
- মালিকানার অংশ (%) ?
- আনুমানিক বিক্রয়ের পরিমাণ ?
- আনুমানিক নীট আয় ?
- আনুমানিক নীটওয়ার্থ ?
- এই ব্যবসায় থাকার সময়কাল ?
- ব্যবসাটি কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
- অন্য পার্টনার/মালিক আছে কি ?
- অন্য পার্টনার/মালিকের নাম ?
- অন্য পার্টনার/মালিকের অংশ (%) ?
- কর্মচারীর সংখ্যা ?
- ব্যবসার লোকেশন ?
- ব্যবসার ভৌগলিক এলাকা/ব্যাপ্তি ?
- এই ব্যবসায় নিয়োজিত পরিবারের অন্য সদস্যগণ ?
- সরকারী ছুটি/লাইসেন্স মূলে প্রাপ্ত রেভিনিউ ?

সর্বোচ্চ নির্বাহী হিসাবে আহরিত সম্পদ

- প্রাপ্ত আনুতোষিকের পরিমাণ ?
- নিয়োগকারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠান কি করে ?
- যে পদে আসীন (প্রেসিডেন্ট/এমডি)
- কোম্পানীতে নিয়োজিত থাকার সময়কাল ?
- যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (ফাইন্যান্স/উৎপাদন)
- কোম্পানীটি প্রাইভেট অথবা পাবলিক ?
- আমানতকারীর বিগত অভিজ্ঞতা (উদাহরণ-অন্য কোম্পানীর চীফ ফাইন্যান্স অফিসার ইত্যাদি)

প্রাথমিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে

- কোন ব্যবসা থেকে এ সম্পদ আহরিত হয়েছে ?
- কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ?
- উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ধরণ (যেমন-ভূমি, সিকিউরিটিপত্র, শেয়ার,কোম্পানী, ট্রাষ্ট ইত্যাদি)
- কখন প্রাপ্ত ?
- কি পরিমাণ প্রাপ্ত ?
- উত্তরাধিকার সূত্রে কোন ব্যবসা পেলে কত ভাগ (%) প্রাপ্ত ?

পেশাজীবি ঃ সম্পদের উৎস

- পেশাটি কি এবং কোন Specialization আছে কিনা ?
- সম্পদের উৎস (যেমন উকিল মামলা পরিচালনা থেকে, ডাক্তার ক্লিনিক থেকে)
- আয়ের হিসাব (estimated)

বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

- সম্পদ কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত (যেমন-রিয়েল এষ্টেট, শেয়ার বন্ড ইত্যাদিতে বিনিয়োগ)
- বর্তমানে কি কি খাতে বিনিয়োগ আছে ?
- বিনিয়োগের পরিমাণ কত ?
- কোন উল্লেখযোগ্য সরকারী লেনদেন থাকলে উল্লেখ করুন ?
- লেনদেনে আমানতকারীর ভূমিকা কি (উদাহরণ-সরাসরি বিনিয়োগ করেন বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন)
- আনুমানিক বার্ষিক আয় মূল্য বৃদ্ধি ?
- কতদিন যাবৎ বিনিয়োগকারী হিসেবে আছেন ?

৭.১৫ অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমঃ

BFIU সার্কুলার- ১/২০১৭ তাং ১৬-০১-২০১৭ এর মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য জারীকৃত "Uniform Account Opening Form ও KYC Profile Form" ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৪-০২-২০১৭ তারিখে ১১০২(১২৫০) নং পত্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। যা সংযোজনী-'২' তে দেয়া হলো।

পরিচ্ছেদ-৮

অনুচ্ছেদ-৮.১ ঃ আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিরোধ কল্পে আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ পরিপালন করতে হবে ঃ-

(ক) সংজ্ঞা

এ সম্পর্কিত নির্দেশনা পরিপালনে বিভিন্ন দফা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহ প্রযোজ্য হবে ঃ

১) **"অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)"** বলতে এমন আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যাতে কোন আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম (স্যুইফট/অন্যবিধ) ব্যবহার করে অপর কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের (অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণ বা হস্তান্তর কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত এজেন্ট) শাখার সহায়তায় প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীকে (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) অর্থ প্রদান করে।

২) **"আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer)"** বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে, যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে। তাছাড়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটি লেনদেন দেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তাও আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

৩) **"অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Domestic wire transfer)"** বলতে এরূপ লেনদেনকে বুঝাবে যেক্ষেত্রে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী একই দেশে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া অন্য কোন দেশে সম্পন্ন হলেও তা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

৪) **"আবেদনকারী (Applicant/originator)"** বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (হিসাব ধারক কিংবা হিসাব ধারক নন) বুঝাবে যার অনুরোধের সূত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান বর্ণিত অয়্যার ট্রান্সফার কার্য সম্পাদন করে।

৫) **"বেনিফিশিয়ারী (Beneficiary)"** বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (হিসাব ধারক কিংবা হিসাব ধারক নন) বুঝাবে যার অনুকূলে অর্থ প্রেরণ করা হয়।

৬) **"পূর্ণাঙ্গ (Full)"** বলতে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারীর পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপঃ আবেদনকারী/বেনিফিশিয়ারীর নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, ব্যাংক হিসাব নম্বর (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র/নিবন্ধন পত্র/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড ইত্যাদি।

৭) **"সঠিক (Accurate)"** বলতে উপরের (৬) দফায় বর্ণিত এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

৮) **"অর্থবহ (Meaningful)"** বলতে উপরের (৬) দফায় বর্ণিত এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যা বাহ্যত বা আপাতঃ বিবেচনায় যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

খ. **ব্যাংক/অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে সকল ধরণের অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ**

১) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার ঃ

i) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার বা সমতুল্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ii) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী সম্পর্কিত অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২) অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার ঃ

i) অন্যূন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য এবং বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ ও অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী সম্পর্কিত অর্থবহ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ii) মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনার অতিরিক্ত পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরবরাহকৃত KYC Format ব্যবহার করতে হবে।

iii) ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে (পণ্য ও সেবা ক্রয় ব্যতীত) পরিশোধ সংক্রান্ত ইন্সট্রাকশন/ বার্তায় উপরের খ (২)(i) এর অনুরূপ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

iv) যে ক্ষেত্রে একক আবেদনকারী কতৃর্ক একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে একাধিক বেনিফিশিয়ারীর অনুকূলে অর্থ প্রেরণের নির্দেশনা পুঞ্জীভূত করে গুচ্ছাকারে (ব্যাচ) পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেনে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

v) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনার পরিপালন বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়াও আন্তঃব্যাংক লেনদেন (অর্থাৎ যেখানে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী উভয় পক্ষই কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপরের খ (২) (i) দফায় বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন অব্যাহতিযোগ্য বিবেচিত হবে।

গ. রিপোর্টিংঃ

১) যদি অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের আবেদনকারী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) কিংবা সংশ্লিষ্ট বেনিফিশিয়ারী জাতিসংঘের Sanction তালিকাভূক্ত বা বাংলাদেশের Sanction তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হয় অথবা এতদ্সংশ্লিষ্ট অর্থ মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে মর্মে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক **"সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট"** কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট/কমিটি উহা যাচাই করে অবিলম্বে মহাব্যবস্থাপক,বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করবে।
তালিকায় পাওয়া গেলে CBS সিস্টেমস্ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হিসাব খুলতে দেয় না। আইটি বিভাগ কর্তৃক গত ৩০-০৮-২০১৮ তারিখে Sanction Screeninng কার্যক্রম বাস্তবায়নের মিমিত্রেত এতদসংক্রান্ত ম্যানুয়েল অনলাইন শাখাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে

২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের জন্য কতিপয় নির্দেশকের (সন্দেহের ক্ষেত্র উক্ত তালিকার বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে) একটি তালিকা (সংযোজনী-২) দেওয়া হলো। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত নির্দেশকসহ পূর্ববর্তী গ(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলীও বিবেচ্য হবে।

৩) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের জন্য একটি কার্যকর লেনদেন মনিটরিং ব্যবস্থা অনুসরণের বিষয়ে ম্যানুয়েলের পরিচ্ছেদ ৯.৩ এ বর্ণিত আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ IT based Automated system প্রবর্তন করার ব্যবস্থা নেবেন।

ঘ. অন্যান্য নির্দেশনাঃ

১) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্ট নির্বাচনের পূর্বে এসব এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্টের যথাযথ যাচাই/বাছাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করতে হবে যাতে এ সমস্ত এজেন্ট/ ক্যাশ পয়েন্টের কারনে উদ্ভুত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্ট কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সমভাবে দায়ী থাকবে।

২) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট শাখা/কর্তৃপক্ষ এজেন্টদের হালনাগাদ তালিকা (যদি থাকে) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশানুযায়ী মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত শাখা/কার্যালয়ের ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের এতদ্‌সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে বার্ষিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫% ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের উপর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের বিবরণ সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত শাখা/কার্যালয়সমূহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারীর সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদন ও অনুমোদনের পরেই কেবলমাত্র লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে। তবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর শুধুমাত্র cash in করা যাবে; cash out করা যাবে না। এক্ষেত্রে যথাযথ অনুমোদনের পর cash in এবং cash out দু'টোই করা যাবে।

৫) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের জন্য নিয়মিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করবে।

৬) উপরের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত আবেদনকারী/বেনিফিশিয়ারী এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫ ধারা অনুসারে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে। সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর চাহিদার প্রেক্ষিতে অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।

৭) ৳ ১,০০০/-(এক হাজার) বা এর নীচের অংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে KYC Requirement অব্যাহতিযোগ্য হবে।

৮) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিটি শাখার/ ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের মধ্যে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ রিপোর্টিং ব্যবস্থা সম্পৃক্ত নির্দেশাবলী পরিপালনীয় হবে।

৯) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিধানাবলী, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং প্রধান কার্যালয় কতৃর্ক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

৬. অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের করণীয়ঃ

১) অর্ডারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান ঃ

অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আবেদনকারীর সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা অবশ্যই যাচাই করতে হবে এবং এসব তথ্য লেনদেন সম্পন্ন হবার পর ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

২) ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

আন্তঃদেশীয় এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে চেইন অয়্যার ট্রান্সফারের ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে কার্য সম্পাদনকালে আবেদনকারী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্ডারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনপক্ষে ০৫ (পাঁচ)বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেন কার্যক্রমে জড়িত বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোন ঘাটতি আছে কি না তা যাচাই করার জন্য একটি ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি সন্দেহজনক কি-না এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে রিপোর্টযোগ্য কি-না তা বিবেচনা করতে হবে। আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ঘাটতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ পারস্পরিক ভিত্তিতে যোগাযোগ করে বা অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করবে।অপরদিকে সংশ্লিষ্ট প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীকে অর্থ পরিশোধের সময় বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীর পরিচিতিমূলক তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ন্যূনপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮.২ গোপনীয়তা রক্ষা :

সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন। অন্যথায় বিষয়টি মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ৬(৩) এর আওতায় শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। বিভিন্ন সময়ে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সংবেদনশীল তথ্যের যথাযথ গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮.৩ লেনদেন মনিটরিং :

লেনদেন মনিটরিং সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় বিধায় প্রতিটি শাখাকে/ব্যাংক কে অত্যন্ত সচেতনতা ও সতর্কতার সাথে গ্রাহকের লেনদেনসমূহ মনিটর করতে হবে। লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

(১) ব্যাংকের প্রতিটি গ্রাহকের লেনদেন নিয়মিত ম্যানুয়েল অথবা অটোমেটেড উপায়ে মনিটর করতে হবে।

(২) সকল জটিল, অস্বাভাবিক এবং আপাতদৃষ্টিতে যে সকল লেনদেনের কোনো আর্থিক বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈধ উদ্দেশ্য নেই এরূপ লেনদেন অধিকতর গুরুত্ব সহকারে মনিটরিং করতে হবে।

(৩) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ শাখায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, ধারা ২(ফ)(ঈ) এ বর্ণিত কার্যক্রম (Structuring) সংগঠিত হচ্ছে কিনা তা সনাক্তকরণে সচেষ্ট থাকবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিএফআইইউ-১৯ সার্কুলারে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ৭ এর নির্দেশনা অনুসারে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির মাধ্যমে বিএফআইইউ তে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৪) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে সংঘটিত সকল লেনদেনসমূহও বিবেচনা করতে হবে।

(৫) লেনদেন মনিটরিং এর ক্ষেত্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজুলেশন এবং যেসব দেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক মান পূরণ করেনি বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘাটতি রয়েছে এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৮.৪ ঃ সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধ (Prevention of Financing of Terrorism and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction) ঃ

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত রেজুলেশনসমূহের বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে :

(১) প্রত্যেক ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সংক্রান্ত লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করার লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে, ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী করবে, সময় সময় তা পর্যালোচনা করবে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করবে;

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হবার সাথে সাথে উক্ত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হয়ে থাকলে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক অবিলম্বে বিএফআইইউ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

(৩) প্রতিটি ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভূক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার হালনাগাদ তথ্য ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তাকে বুঝাবে;

(৪) প্রতিটি ব্যাংক জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনো রেজুলেশনের আওতায় বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নামে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার নামে ব্যাংক হিসাব রয়েছে কিনা বা কোনো লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত লেনদেন মনিটরিং করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা কোনো সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব বা লেনদেন চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত হিসাবের লেনদেন বা লেনদেনটি স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে; এবং

(৫) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন ১৩৭৩ (২০০১) এর আওতায় বিদেশী সরকার বা বিদেশী এফআইইউ এর অনুরোধে বিএফআইইউ হতে প্রেরিত বা উক্ত রেজুলেশনের আওতায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সাথে ব্যাংক হিসাব বা অন্য কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করার জন্য ব্যাংক নিয়মিত লেনদেন মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে লেনদেন পর্যালোচনা করবে। তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার কোনো ব্যাংক হিসাব চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত করে পরবর্তী কর্ম দিবসের মধ্যে বিস্তারিত তথ্য বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

পরিচ্ছেদ-৯

অনুচ্ছেদ- ৯.১ ঃ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (Cash TransactionReport-CTR)

বিএফআইইউ বরাবরে নগদ লেনদেন দাখিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

(১) প্রতিটি শাখা/কার্যালয়কে পূর্ববর্তী মাসের দৈনন্দিন লেনদেন পরীক্ষা কারে কোনো একটি হিসাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এক বা একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে জমা বা উত্তোলনের (অনলাইন, এটিএমসহ যে কোনো ধরণের নগদ জমা বা উত্তোলন) পরিমাণ যদি ১০(দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থের বা সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রায় হয় তবে তা বিএফআইইউ, বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের লক্ষ্যে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর বরাবরে প্রতি মাসের নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

(২) প্রতি মাসের নগদ লেনদেন রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ২১ তারিখের মধ্যে goAML web ব্যবহার করে goAML Manual এর নির্দেশনা মোতাবেক বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করতে হবে।

(৩) ব্যাংকের কোনো শাখায় এরূপ কোনো লেনদেন সংঘটিত না হলে শাখা হতে "নগদ লেনদেন রিপোর্ট যোগ্য কোনো লেনদেন নেই" মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) অবহিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ সকল শাখার একটি তালিকা "goAML Message Board" এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(৪) শাখা হতে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার পূর্বে লেনদেনসমূহ পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট" হিসেবে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) দাখিল করতে হবে। সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে নগদ লেনদেন রিপোর্টের সাথে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) অবহিত করতে হবে।

(৫) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) ব্যাংকের নগদ লেনদেন রিপোর্টযোগ্য সকল নগদ লেনদেন পর্যালোচনা করে কোনো সন্দেহজনক লেনদেন সংঘটিত হয়েছে কিনা তা চিহ্নিত করবে ও সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত হলে পৃথকভাবে "সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট" হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করবে।

(৬) সন্দেহজনক লেনদেন পরিলক্ষিত না হলে "সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া যায়নি" মর্মে প্রত্যয়ন পত্র মাসিক "নগদ লেনদেন রিপোর্ট" দাখিলের সময় goAML Message Board এর মাধ্যমে বিএফআইইউকে অবহিত করবে।

(৭) সরকারি হিসাব (বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগ), সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবে নগদ জমার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন হবে না, তবে নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথানিয়মে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৮) http://www.bb.org.bd/eservices.php ও ওয়েবলিংক হতে goAML সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় Document ডাউনলোড করা যাবে।

(৯) আন্তঃব্যাংক এবং আন্তঃশাখা নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করার প্রয়োজন হবে না।

(১০) নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে। সে মোতাবেক শাখা হতে প্রতি মাসের নগদ লেনদেন বিবরণী পরবর্তী মাসের ০৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে ৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কোন শাখায় সিটিআর যোগ্য লেনদেন না থাকলে অবশ্যই শূণ্য বিবরণী পাঠাতে হবে। উল্লেখ্য, সময়মত প্রতিবেদন দাখিল করার বিষয়ে সচেতন থাকার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে কোনরূপ অপারগতা/গাফিলতির জন্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(২) ধারা মোতাবেক ঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করতে পারবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করবে।

(১১) নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (Cash Transaction Report-CTR) ফরম নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(১২) প্রত্যেক শাখায় নগদ লেনদেন রিপোর্ট মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখা/কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিএফআইইউ এ দাখিলের মাস হতে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

(১৩) নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (Cash Transaction Report-CTR) ফরম ঃ

নগদ লেনদেন রিপোর্ট পুরাতন ফরম বাদ দেয়া হয়েছে কারণ goAML পদ্ধতির মাধ্যমে CTR প্রেরণের জন্য নতুন ফরম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে। যা **পরিচ্ছেদ- ১১ এর পরিশিষ্ট-'ঘ' অনুযায়ী নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।**

অনুচ্ছেদ- ৯.২ ঃ সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) :

বিএফআইইউ বরাবরে সন্দেহজনক লেনদেন দাখিল করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অনুসরণ করবে :

(১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫(১)(ঘ) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১৬(১) ধারায় বর্ণিত নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা গ্রাহকের দৈনন্দিন লেনদেন বা কার্যক্রমে সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন।

(২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে ব্যাংক কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(য) ধারা এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ২(১৬) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা বিবেচনা করবেন।

(৩) শাখার কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তা শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাকে (BAMLCO) লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা রিপোর্টকৃত লেনদেন বা কার্যক্রম অবিলম্বে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। বর্ণিত লেনদেন বা কার্যক্রমটি সন্দেহজনক হিসেবে বিবেচিত হলে তা বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করতে হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) শাখা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমটি যথাযথভাবে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত বা দলিলাদি সন্নিবেশিত করে রিপোর্ট করা হয়েছে কি না তা পর্যালোচনাপূর্বক অবিলম্বে goAML web ব্যবহার করে এবং goAML Manual এর নির্দেশনা অনুসারে বিএফআইইউ বরাবর সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।

(৫) শাখা পর্যায়ে কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত না হলেও কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক কোনো লেনদেন বা কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তা সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হিসেবে বিএফআইইউ বরাবর দাখিল করতে হবে।

(৬) সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সনাক্তকরণ বা রিপোর্ট করার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ বিষয়টির গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

(৭) **সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (Suspicious Transaction Report-STR) : ফরম** পরিশিষ্ট-'ঙ' অনুযায়ী নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৮) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট এর তথ্যাদি বিএফআইইউ কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯.২(১) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরনে লক্ষ্যনীয় বিষয়াদির নির্দেশক (ইনডিকেটিভ) তালিকা ঃ

গ্রাহক ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনের মাত্রার (TP) সংগে সংগতিহীন লেনদেনের বিষয়ে গ্রাহকের সহিত অনুসন্ধানে যদি যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়, তবে তা সাধারণভাবে অস্বাভাবিক লেনদেন বলে বিবেচিত হবে।

"সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এরূপ লেনদেন---

(১) যা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হতে ভিন্ন ;

(২) যে লেনদেন সম্পর্কে এরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হতে অর্জিত সম্পদ;

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

সন্দেহজনক লেনদেন বলতে সাধারণতঃ সে সকল লেনদেনকে বুঝাবে যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ ধারা-২(য) এর আওতাভূক্ত কর্মকান্ড হতে উদ্ভুত হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণভাবে একজন গ্রাহকের জ্ঞাত এবং আইনসিদ্ধ আয় হতে উদ্ভূত বলে প্রতীয়মান হয় না এরূপ লেনদেন সন্দেহজনক বলে গন্য হবে।

১। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে শাখা পর্যায়ের জন্য প্রাসংগিক কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর জ্ঞাত আয়ের সাথে সংগতিহীন অস্বাভাবিক বৃহৎ অংকের লেনদেন;

২। গ্রাহকের সংগে সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট নয় এরূপ অন্যান্য পক্ষের নামে বিভিন্ন গন্তব্যে অর্থ প্রেরণের অনুরোধ;

৩। গ্রাহকের হিসাবে ছোট ছোট অংকের বহু সংখ্যক প্রতি বারে জমার অংক ক্ষুদ্র হলেও ক্রমপুঞ্জীভূত অংক বৃহৎ যাহা গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ কর্মকান্ডের সাথে সংগতিহীন;

৪। হিসাব খোলার প্রাক্কালে গ্রাহক সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদানে অপারগতা/অনীহা/গড়িমসি করা;

৫। কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে শাখার সাথে প্রায়ই এড়িয়ে যাওয়া;

৬। গ্রাহকের জ্ঞাত আইনসিদ্ধ আয়ের সাথে সংগতিহীন বৃহৎ মাত্রার সিকিউরিটিজ ক্রয় বিক্রয়;

৭। অনুচ্ছেদ ২.২ এ বর্ণিত মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য ৪১টি নির্দেশিকাসমূহ লক্ষণীয়।

২। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন পরিবীক্ষণে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটের লক্ষ্যণীয় কতিপয় বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। কোন শাখার মাধ্যমে নগদ লেনদেন বা অভ্যন্তরীণ রেমিটেন্সের মাত্রার আকস্মিক অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি;

২। অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অন্যান্য শাখার তুলনায় অনেক কম সংখ্যক রিপোর্ট প্রাপ্তি।

অনুচ্ছেদ-৯.৩ অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি ও রিপোর্টকরণ ঃ

(১) দৈনন্দিন লেনদেন কার্যক্রমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণে সচেতন ও সতর্ক থাকবেন এবং মানিলন্ডারিং আইন ২০১২ মোতাবেক মানিলন্ডারিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে এরূপ অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত হবার সংগে সংগে শাখার মনোনীত পরিপালন কর্মকর্তা (BAMLCO) স্ব-উদ্যোগে লিখিত রিপোর্ট করবেন।

(২) প্রতিটি হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচিতি সতর্কতার সাথে গ্রহণ করবেন। গ্রাহকের সঠিক ও পূর্ণাংগ পরিচিতি, লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) গ্রহণ ও সংরক্ষণ এবং ঝুঁকির ভিত্তিতে গ্রাহকের শ্রেণীকরণ নিশ্চিত করা ও উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের জন্য আলাদা রেজিস্টারে সংরক্ষণপূর্বক নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

(৩) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) এর হিসাবসমূহ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করবে।

(৪) গ্রাহক কর্তৃক ঘোষিত TP অনুযায়ী লেজারের সংশ্লিষ্ট ফলিওর উপরিভাগে লাল কালি দিয়ে সম্ভাব্য মাসিক লেনদেনের (জমা ও উত্তোলনের) সংখ্যা ও প্রতিটি লেনদেনের সর্বোচ্চ লেনদেনের অংক লিখে রাখতে হবে, যাতে লেনদেনের অবস্থা ঘোষিত TP এর সাথে সংগতিহীন কিনা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

(৫) লেনদেন পোষ্টিং এর সময় লেনদেনসমূহ গ্রাহকের ঘোষিত TP এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা মিলিয়ে দেখতে হবে।

(৬) লেনদেনের পরিমাণ গ্রাহকের ঘোষিত TP অতিক্রম করলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক মনে হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করে আর্থিক উৎসের বিষয় অনুসন্ধানের পর বাস্তবতা ও যৌক্তিকতার ভিত্তিতে TP সংশোধন (আপগ্রেড) করে নথিতে সংরক্ষণ করবেন।

(৭) TP এর সাথে সংগতিহীন লেনদেন বিষয়ে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ ও অনুসন্ধানের পর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলে এবং অনুসন্ধানে লেনদেন গ্রাহকের জ্ঞাত ও আইনসিদ্ধ আয় থেকে অর্জিত বলে প্রতীয়মান না হলে সে ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ইহা অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে।

(৮) এরূপ ক্ষেত্রে সময় ক্ষেপণ না করে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে গ্রাহকের বক্তব্যসহ সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করার কারণ উল্লেখপূর্বক এএমএল সার্কুলার নং ১৯ তারিখ ১৪-০৮-২০০৮ এর মাধ্যমে প্রেরিত STR ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে (পরিচ্ছেদ ১১ এর পরিশিষ্ট-ঙ মোতাবেক এবং হিসাব খোলার ফরম (যাবতীয় ডকুমেন্টসহ), KYC Profile Form, Transaction Profile, ন্যূনতম বিগত এক বছরের হিসাব বিবরণী ও প্রতিবেদনে উল্লেখিত লেনদেনের তথ্যানুযায়ী Supporting Voucher সহ প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এ রিপোর্ট করবেন।

(৯) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক কোন লেনদেন না থাকলেও তা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

(১০) শাখা সন্দেহজনক/অস্বাভাবিক লেনদেন সংক্রান্ত ঘটনা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করবে। এ বিষয়ে কোন তথ্য না থাকলে একটি শূন্য প্রতিবেদন আঞ্চলিক/মুখ্য আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রেরণ করবে।

১১) পরিচ্ছেদ ২.২ ও ৯.২ এবং ২(১) এ উল্লেখিত মানিলন্ডারিং এর সম্ভাব্য নির্দেশকসমূহ বিবেচনায় এনে শাখা সংঘটিত সকল লেনদেন নিয়মিত পর্যালোচনা করবে। বিশেষ করে এ/ডি শাখাসমূহকে পরিচ্ছেদ-২.২ এর তালিকার ক্রমিক ২১ থেকে ৩০ এ উল্লেখিত এসটিআর নির্দেশকগুলোর বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে।

(১২) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট হওয়ার বিষয়ে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন পর্যায়েই গ্রাহক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন তথ্য ফাঁস করবেন না, যাতে তদন্ত কার্যক্রম ব্যহত বা বিরূপভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৯.৪ ঃ সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট (Self Assessment) ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং (Independent Testing Procedures) ঃ

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে একটি কার্যকরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং যথাযথভাবে সম্পদন করার জন্য উক্ত বিভাগটিতে এমনরূপ পর্যাপ্ত লোকবল নিশ্চিত করতে হবে যাদের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ এর নির্দেশনা এবং এ বিষয়ক ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে।

অনুচ্ছেদ- ৯.৪(১) শাখাসমূহের করণীয় :

সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট বলতে শাখা কর্তৃক নিজস্ব মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাই করাকে বোঝাবে।

(১) প্রতিটি শাখা কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসসমেন্ট (**Self Assessment**) এর জন্য সংযোজনী-১/বিএফাইইউ সার্কুলার-১৯ এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'খ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে।

(২) আলোচ্য মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে শাখা ব্যবস্থাপকের সভাপতিত্বে শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। উক্ত সভায় শাখা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের খসড়ার উপর আলোচনা করতে হবে, চিহ্নিত সমস্যা শাখা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভবপর না হলে শাখা কর্তৃক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করতে হবে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সুপারিশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক পরবর্তী ত্রৈমাসিক সভাগুলোতে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

(৩) প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন, এ বিষয়ে শাখা কর্তৃক গৃহীত/গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিবরণ ও সুপারিশসহ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ে এবং এক কপি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।

(৪) কর্পোরেট শাখা কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসসমেন্ট (**Self Assessment**) এর জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'খ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্যালয়ে এক কপি এবং এক কপি কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করতে হবে ।

(৫) স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় কর্তৃক সেল্ফ এ্যাসসমেন্ট (**Self Assessment**) এর জন্য নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **'খ'**) এর উপর ভিত্তি করে ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিজেদের শাখার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি ষান্মাসিককাল সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ-২ এ এক কপি এবং এক কপি কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করতে হবে ।

অনুচ্ছেদ-৯.৪(২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়ের করণীয় ঃ

ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং বলতে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ তারিখ-১৭-০৯-১৭ এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের আলোকে অত্র ম্যানুয়েল এর (পরিশিষ্ট "গ") মোতাবেক শাখার মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন অবস্থা যাচাই করাকে বোঝাবে।

(১) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে । তাদের নিজস্ব এবং নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন শাখার পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট **"গ"**) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এছাড়া, নিয়মিত বার্ষিক পরিদর্শন/নিরীক্ষা কর্মসূচীর অতিরিক্ত কমপক্ষে ১০% শাখায় পৃথক পরিদর্শন কর্মসূচীর আওতায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট **"গ"**) এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শাখার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিপালনীয় বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

(২) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখাসমূহের রেটিং সম্বলিত প্রতিবেদনের কপি ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করবে।

(৩) **বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়** কর্তৃক কর্পোরেট শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট **"গ"**) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও শাখার রেটিং নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করবে।

(৪) **প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগ** কর্তৃক স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং প্রসিডিউর এর নির্ধারিত চেকলিষ্টের (পরিশিষ্ট **"গ"**) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরীক্ষা করবে ও স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়ের রেটিং নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে (CCC) প্রেরণ করবে।

(৫) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়নে যাতে অত্র ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে কোন লেনদেন হতে না পারে বা কোন সন্ত্রাসী যাতে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে না পারে তার জন্য শাখাসমূহকে সদা সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শাখা পরিদর্শন নিরীক্ষাকালে পরিদর্শক দল কর্তৃক এ ধরনের কোন তথ্য পাওয়া গেলে সে সম্পর্কে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিকে (CCC) অবহিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯.৪(৩) নিরীক্ষকের পরীক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ ঃ

১. হিসাব খোলার ফরমের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে কিনা ?

২. হিসাব খোলার সময় গ্রাহকের ঠিক পরিচিতিমূলক সকল তথ্য ও কাগজপত্র নেয়া হয়েছে কিনা ?

৩. গ্রাহক ও পরিচয়কারীর ঠিকানার সঠিকতা যাচাই এর জন্য উভয়কে ধন্যবাদপত্র প্রেরণ/প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সংরক্ষণ/সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে কিনা ?

৪. Transaction Profile নেয়া হয়েছে কিনা এবং হিসাবের লেনদেন উহার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয় কিনা ?

৫. KYC Profile অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকের হিসাবের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় কিনা ?

৬. সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক লেনদেন হলে যথানিয়মে রিপোর্ট করা হয় কিনা ?

৭. সকল রিপোর্ট যথানিয়মে তদন্ত, প্রেরণ, সংরক্ষণ করা হয় কিনা ?

৮. শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে কিনা ?

৯. AML ও CFT সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বশেষ সার্কুলার বিধি-বিধান সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করা হয় কিনা ?

১০. AML ও CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণের রেকর্ড যথানিয়মে সংরক্ষিত হয় কিনা ?

১১. ভাসমান গ্রাহকের তথ্য যথারীতি সংরক্ষণ করা হয় কিনা ?

১২. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত ১৩(তের) টি নথি সংরক্ষণসহ এতদসংক্রান্ত কাগজপত্র নথিভূক্ত করা হয় কিনা ?

অনুচ্ছেদ-৯.৫ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটির (CCC) করণীয় ঃ

(১) ব্যাংকের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ব্যাংকের আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত পরিদর্শন/নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিবেচ্য ষান্মাসিকে পরিদর্শিত শাখাসমূহের চেকলিস্ট ভিত্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। উক্ত প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নের বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

(ক) মোট শাখার সংখ্যা এবং শাখা হতে প্রাপ্ত মোট সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনের সংখ্যা।
(খ) রিপোর্টকালে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় কর্তৃক পরিদর্শিত/নিরীক্ষিত শাখার সংখ্যা এবং শাখাসমূহের অবস্থা (শাখাওয়ারী প্রাপ্ত নম্বর)।
(গ) প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদনে অধিক সংখ্যক শাখায় একই ধরণের যে সকল অনিয়মের বিষয় উল্লেখ রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।
(ঘ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত সাধারণ ও বিশেষ অনিয়মসমূহ এবং ঐ সকল অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা।
(ঙ) প্রাপ্ত রিপোর্টে "অসন্তোষজনক" ও "প্রান্তিক" হিসেবে মূল্যায়িত শাখাসমূহের পরিপালন নিশ্চিতকরণ ও রেটিং উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা।
(২) শাখাসমূহ হতে প্রাপ্ত সেল্ফ এ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই করে কোনো শাখায় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে শাখাটি পরিদর্শন বা আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এর মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৯.৬ অন্যান্য ঃ

(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিএফআইইউ কর্তৃক ১৭-০৯-২০১৭ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নম্বর-১৯ এ বর্ণিত সকল নির্দেশনা এবং নিম্নবর্ণিত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার এর নির্দেশনা বলবৎ থাকবে ঃ

সার্কুলার /সার্কুলার লেটার নং	জারীর তারিখ	বিষয়
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-০১	৩০ জানুয়ারি, ২০১২	বিএফআইইউ নামকরণ প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০৭	১৪ জুলাই, ২০১৩	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারী প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০৬	৮ ডিসেম্বর, ২০১৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনী জারী প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০১	১৬ জানুয়ারি, ২০১৭	অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০৩	৩০ জানুয়ারি, ২০১৭	বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং- ০১ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।

(২) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট (AML/CFT) কার্যক্রম পরিচালনাকালে কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা মনে হলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবশ্যিকভাবে বিএফআইইউ সার্কুলার-১৯ অনুসরন করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিভিন্ন নির্দেশনা এবং সিসিসি কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত পত্র পরিপত্রসমূহের নির্দেশনা আলোচ্য ম্যানুয়েল এ প্রতিস্থাপন করতে হবে/গণ্য হবে।

পরিচ্ছেদ-১০.০০

শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের কাজ তদারকীকরণ প্রসংগে আঞ্চলিক পরীবিক্ষণ কমিটির কাজ।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২, ২০০৯ ও ২০১২ তদসূত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে অধিকতর মনযোগী হওয়ার লক্ষ্যে শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপলিত হচ্ছে কিনা তা তদারকীর সুবিধার্থে আঞ্চলিক পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হলো ঃ-

পরিবীক্ষন কমিটি ঃ

০১। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ঃ সভাপতি

০২। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা ঃ সদস্য

০৩। মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ঃ সদস্য সচিব

পরিবীক্ষণ কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর অঞ্চলাধীন শাখাসমূহের ন্যূনতম ৩(তিন) টি শাখা পরিদর্শনপূর্বক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (CCC) এর বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন/বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ছক-"ক'তে উল্লেখিত বিষয়াবলীর উপর সরেজমিনে পর্যবেক্ষন/যাচাই করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতঃ একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (পরিদর্শনকৃত প্রতিটি শাখার আলাদা প্রতিবেদন) পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করবে।

শাখা পর্যায়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এর বিধানাবলী এবং তদসুত্রে প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন বিষয়ক প্রতিবেদন। ছক-ক

ক্রমিক নং	শাখা পর্যায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক নিম্নোক্ত ফাইল যথাযথভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা-	কমিটির মতামত
(১) নথি/রেকর্ড সংরক্ষণ	অত্র ম্যানুয়েল এর ৭.০৪ (খ) অনুযায়ী শাখায় AML ও CFT সংক্রান্ত ১৩টি নথি বা ফাইল সংরক্ষণ	
(২) হিসাব খোলা সংক্রান্ত	(ক) শাখা কর্তৃক যথাযথভাবে অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম/KYC/TP/KYC Profile form ব্যবহার। (খ) গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তন/লেনদেনের মাত্রা বৃদ্ধি/ব্যবসার প্রসার/পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাস্তবতা/ যৌক্তিকতার আলোকে শাখা কর্তৃক KYC/TP আপগ্রেডকরণ। (গ) ঝুঁকি ভিত্তিতে গ্রাহকের শ্রেণীকরণ, উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন হিসাবের জন্য আলাদা রেজিষ্টারে তালিকা সংরক্ষণপূর্বক নিবিড় পর্যবেক্ষণ।	
(৩) নগদ লেনদেন (CTR) প্রতিবেদন সংক্রান্ত	১০.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকার নগদ লেনদেন হওয়া (একদিনে একই হিসাবে এক বা একাধিক নগদ জমার পরিমাণ ১০.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকা অথবা নগদ উত্তোলনের পরিমাণ ১০.০০ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব টাকা হলে) সকল হিসাবের CTR শাখা কর্তৃক প্রেরণ। (খ) যথাসময়ে এবং যথানিয়মে CTR এর সকল তথ্য পূরণপূর্বক সিটিআরকরণ (সূত্র নং প্রকা/শানিব্যউবি-১ (১১৯)/২০১৩-২০১৪/৮২৩(১২০০) তারিখ ঃ ২০-১১-২০১৩ অনুসরণপূর্বক) (গ) অঞ্চলাধীন সকল শাখার সিটিআর প্রতিবেদন (CTR যোগ্য লেনদেন না থাকলেও শুন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করে নথিতে সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে) কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ।	
(৪) অস্বাভাবিক/ সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (STR)	(ক) অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণ বিষয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২৮-০১-২০১৮ তারিখের পত্র নং- সূত্রনং প্রকা/ আরএমডি১(৩০)/STR/ ২০১৭-২০১৮/১১৩৬(১২৫০) এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ বিষয়ক। (খ) CTR রিপোর্টিং এড়ানোর জন্য গ্রাহক কর্তৃক ১০.০০ লক্ষ ও তদনিম্ন সীমায় ইচ্ছাকৃতভাবে পূনঃ পূনঃ লেনদেন (Structuring) করন বিষয়ে শাখার গৃহীত কার্যক্রম	
(৫) AMLবিষয় জ্ঞান/ প্রশিক্ষণ	শাখার নাম ঃ মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ AML-বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ঃ	
(০৬) Self Assessment সংক্রান্ত	প্রতিটি শাখা কর্তৃক বিএফআইইউ সার্কুলার নং ১৯ এর বিভিন্ন নির্দেশনা পরিপালন ও এর ভিত্তিতে স্বনির্ধারণী (Self Assessment) পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় প্রতিবেদন তৈরী এবং তা কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে কিনা? প্রতিবেদন প্রেরণ করে থাকলে আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রেরণের সূত্র নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সকল শাখার Self Assessment প্রতিবেদন একসাথে কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণের নির্দেশ রয়েছে)।	
(৭)Independent Testing Procedure প্রতিবেদন	(ক) আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্তৃক কতটি শাখার নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং কতটি শাখায় Independent Testing Procedure প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিটে প্রেরণ করা হয়েছে ? (খ) Independent Testing Procedure সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখিত স্কোর অনুযায়ী রেটিং। শাখার নাম প্রাপ্ত স্কোর রেটিং (গ) রেটিং/মান কাংখিত পর্যায়ে না হলে রেটিং উন্নয়নে পরিবীক্ষণ কমিটির নির্দেশনা/সুপারিশ	
(৮)পরিবীক্ষণ কমিটির সার্বিক মন্তব্য	পরিদর্শিত শাখাসমূহের AML বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যালোচনাপূর্বক পরিবীক্ষণ কমিটির সার্বিক মন্তব্য	

পরিচ্ছেদ-১১

(১) সংযোজনী - ' ১' বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ তারিখ ১৭-০৯-২০১৭ অত্র ব্যাংকের ০৩-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে।

(২) AML & CFT QUESTIONNAIRE FOR CORESPONDENT RELATIONSHIP
সংযুক্তি-' ১' এর পরিশিষ্ট-'ক'

(৩) শাখা কর্তৃক Self Assessment পদ্ধতির মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় সংযুক্তি-'১' এর পরিশিষ্ট-'খ'

(৪) Independent Testing Procedures সংযুক্তি-'১' এর পরিশিষ্ট-'গ'

(৫) সংযোজনী- ২ "Uniform Account Opening Form, KYC Profile Form" ব্যবহার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের ০৩-০৫-২০১৭ তারিখের পত্র নং প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/ ২০১৬-২০১৭/১৭২৫(৭৫)এর মাধ্যম মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে ।

(৬) সংযোজনী-৩ ঃ প্রয়োজনীয় আইনসমূহ (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩) ।

(৭) পরিচ্ছেদ- ১১ এর পরিশিষ্ট-'ঘ' অনুযায়ী নির্ভুল ও পূর্ণ তথ্য সম্বলিত CTR প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৮) পরিশিষ্ট-'ঙ' SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

----ooo---

সংযোজনী-১

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নং-প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০)

তারিখঃ ০৩-১০-২০১৭

১। সকল বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক
২। মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
৩। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ
৪। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৫। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
৬। সকল শাখা ব্যবস্থাপক(মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা জারীকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

উপযুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ০২ আশ্বিন, ১৪২৪/ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯ এবং ০৪-১০-২০১৭ তারিখের পত্র নং বিএফআইইউ(পলিসি)-০৩/২০১৭-২৮৪৫ এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে (কপি সংযুক্ত)।

০২। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে এ যাবৎ যতগুলো বিএফআইইউ সার্কুলার/সার্কুলার লেটার জারী করা হয়েছে তা সমন্বয় সাধনপূর্বক নিম্নোক্ত কতিপয় সার্কুলার/সার্কুলার লেটার ব্যতিত ইতোপূর্বে বিএফআইইউ কর্তৃক ২৮-১২-২০১৪ তারিখে জারীকৃত বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১০ (মাস্টার সার্কুলার) এ বর্ণিত সকল নির্দেশনা এ সার্কুলার দ্বারা প্রতিস্থাপিত বলে গণ্য হবে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত যে সকল সার্কুলার/সার্কুলার লেটার বলবৎ রাখা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ-

সার্কুলার/সার্কুলার লেটার নম্বর	জারীর তারিখ	বিষয়
বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার-০১	৩০ জানুয়ারী, ২০১২	বিএফআইইউ নামকরণ প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০৭	১৪ জুলাই, ২০১৩	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ জারী প্রসঙ্গে।
বিএফ আই ইউ সার্কুলার লেটার নং-০৬	৮ ডিসেম্বর ২০১৫	মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর সংশোধনী জারী প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলারলেটার নং-০১	১৬ জানুয়ারী, ২০১৭	অভিন্ন হিসাব খোলার ফরম প্রসঙ্গে।
বিএফআইইউ সার্কুলারলেটার নং-০৩	৩০ জানুয়ারী, ২০১৭	বিএফআইইউ সার্কুলার নং-০১ এর সংশোধনী প্রসঙ্গে।

০৪। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে জারীকৃত উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও যথাযথ পরিপালন/অনুসরণের জন্য হুবহু এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

০৫। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যাংকের একটি সমন্বিত কার্যক্রম। শুধু শাখা পর্যায়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন/গাইড লাইন/ম্যানুয়েল অনুসরণ/পরিপালন করা হলেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ হবে তা বলা যাবে না। শাখা ছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল, বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত। কাজেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে শাখার পাশাপাশি প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় ও আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয় এর ভূমিকা অনিবার্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ । উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU), বাংলাদেশ ব্যাংক এর উক্ত সার্কুলার এবং প্রধান কার্যালয়ের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সেল/CCC হতে বিভিন্ন সময় জারীকৃত সার্কুলার/সার্কুলার লেটার/ম্যানুয়েলে শাখা ব্যবস্থাপক/BAMLCO/মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়/ আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়/CAMLCO এর দায়িত্ব সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

চলমান পাতা/০২

০৬। এমতাবস্থায়, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সাবলীলভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পরিপালনসহ শাখার এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৭। বিষয়টি অতীব জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

স্বা/-
(মোঃ হাবিব উল্যা)
মহাব্যবস্থাপক আন্তর্জাতিক ও হিসাব মহাবিভাগ এবং
প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (CAMLCO)
ফোনঃ ৯৫৮৫৮৬২

নং-প্রকা/আরএমডি(৩০)/অংশ-৭/২০১৭-২০১৮/৪৪০(১২৫০) তারিখঃ ০৩-১০-২০১৭

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

১। চীফ ষ্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। ষ্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। ষ্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। মহাব্যবস্থাপক (অধ্যক্ষ), স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
৫। সকল উপ-মহব্যবস্থাপক/সচিব বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। নথি/মহানথি।

স্বা/-
(রওনক সাদ ফেরদৌসী)
উপ মহাব্যবস্থাপক
ও
উপ-প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (DCAMLCO)
ফোনঃ ৯৫৫৩০২৮